Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Falgun 17, 1430 Bangla, March 01, 2024, Friday, No. 61, 54th year

H I G H L I G H T S

President Mohammed Sahabuddin and Prime Minister Sheikh Hasina express deep sorrow and grief over the loss of lives in the devastating fire at a building on Bailey Road in capital. (Jago FM: 27)

At least 46 dead in devastating fire that razed through a commercial building in capital's Bailey Road last night. Another 12 injured people admitted to hospital are in critical condition. (DW: 19)

PM Sheikh Hasina says, new crimes are emerging with the advent of advanced technology, asking the police personnel to take necessary preparations to thwart the diversified crimes. (VOA: 12)

AL GS comments, BNP is active in implementing a master plan to destroy the country - adds, allegations of indiscriminate arrest and harassment by law-enforcing agencies are baseless. (R. Today: 22)

Foreign Minister Dr Hasan Mahmud says, BNP-Jamaat has taken the side of massacre by keeping mum on genocide in Gaza, Palestine, committed by Israel. (Jago FM: 25)

BNP SG condemnes police action on demonstration organised by Ganatantra Mancha - adds, after 7 January dummy election, authoritarian AL govt. is carrying out more severe repression on opposition parties, undermining democratic rights of people. (VOA: 08)

Govt. has already taken necessary measures to control commodity prices & maintain normal supply of products during upcoming Ramadan. Despite this, price of products in market is seen to increase. (BBC: 03)

The police found the proof of the complaint of sexual harassment against Murad Hussain Sarkar, a mathematics teacher of the Azimpur branch of Viqarunnisa Noon School and College. (R. Today: 20)

Bank sector stakeholders believe, new law that has been finalized on offshore banking system in BD will increase flow of foreign currency in country, solve the crisis of reserves & encourage foreign investment. (BBC: 05)

The leaders of BD Pharmaceutical Industry Association says, the challenges of pharmaceutical industry of country will start from 2026 & prices will increase with shortages in obtaining essential medicines. (Jago FM : 24)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ফাল্গুন ১৭, বাংলা ১৪৩০, মার্চ ০১, ২০২৪, শুক্রবার, নং- ৬১, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

রাজধানীর বেইলি রোডে বহুতল ভবনে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (জাগো এফএম: ২৭)

রাজধানীর বেইলি রোডে একটি ছয়তলা ভবনে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৪৬ জন মারা গেছেন। চিকিৎসাধীন ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। (ডয়চে ভেলে: ১৯)

প্রযুক্তির উন্নয়নের যুগে অপরাধের নতুন ধরন মোকাবিলা করতে পুলিশ সদস্যদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (ভোয়া: ১২)

বিএনপি দেশ ধ্বংসের মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে তৎপর বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি আরো বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে কাউকে গ্রেফতার করে হয়রানির অভিযোগ ভিত্তিহীন। (রে. টুডে : ২২)

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের বিষয়ে নীরব ভূমিকায় থেকে বিএনপি-জামায়াত গণহত্যার পক্ষ নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। (জাগো এফএম: ২৫)

গণতন্ত্র মঞ্চের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশি পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, ডামি নির্বাচনের পর দখলদার আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো ক্ষুণ্ন করে বিরোধী দলগুলোর ওপর আরও তীব্র মাত্রায় দমন-পীড়ন চালাচ্ছে। (ভোয়া : ০৮)

আসন্ন রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং নিত্যপণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সরকার ইতোমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। এরপরও বাজারে পণ্যের দাম বাড়তে দেখা যাচ্ছে। (বিবিসি : ০৩)

ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজের আজিমপুর শাখার গণিত বিষয়ের শিক্ষক মুরাদ হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে পুলিশ। (রে. টুডে : ২০)

বাংলাদেশে অফশোর ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে নতুন যে আইনটি চূড়ান্ত করা হয়েছে তাতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি, রিজার্ভ সংকট ও এলসি খোলার সংকট সমাধান-সহ বিদেশি বিনিয়োগ আরও উৎসাহিত হবে বলে মনে করছেন ব্যাংক খাত সংশ্লিষ্টরা। (বিবিসি : ০৫)

দেশের ঔষধ শিল্পের চ্যালেঞ্জ শুরু হবে ২০২৬ সাল থেকে। তখন থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রাপ্তিতে ঘাটতিসহ দাম বেড়ে যাবে। এজন্য এখনই সরকারকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। (জাগো এফএম: ২৪)

বিবিসি

শুল্ক কমালেও বেড়েছে দাম, রমজানে দ্রব্যমূল্য নিয়ে শঙ্কায় ক্রেতারা

"রমজানের আগেই বাজারে জিনিসপত্রের দাম যেমনে বাড়তে শুরু করেছে, তাতে এবার না খেয়েই রোজা রাখতে হয় কি না সেটাই ভাবতেছি„ বাজারে ভোগ্যপণ্যের দামের ব্যাপারে জানতে চাইলে বিবিসি বাংলাকে বলেন ঢাকার শুক্রাবাদ এলাকার বাসিন্দা মঞ্জুর মোর্শেদ। মি. মোর্শেদ ঢাকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে পাঁচ জনের সংসার চালাতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছেন বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন তিনি। "গত মাসে যেই পেঁয়াজ কিনছি ৯০ টাকা করে, আজকে সেইটা কিনে আনলাম ১২৫ টাকা করে। চাল, ডাল, তেল, চিনি- সব জিনিসের দাম কেবল বেড়েই যাচ্ছে। তাহলে কীভাবে খেয়ে রোজা রাখব, বলেন?„ বলছিলেন মি. মোর্শেদ। সাধারণত রজমানের শুরুতে বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই ভোগ্যপণ্যের বাজারে এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে- ভোজ্যতেল, চিনি, ছোলা, ডাল, খেজুর ও পেঁয়াজের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এসময় দামও বেশ বেড়ে যায়। কিন্তু এবছর দেখা যাচ্ছে, রমজান শুরু হওয়ার বেশ আগেভাগেই বাজারে এসব পণ্যের দাম বাড়তে শুরু করেছে। অথচ রমজানে দ্রব্যমূল্য যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেজন্য গত জানুয়ারিতে চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণ করেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দেয় আওয়ামী লীগ সরকার। প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে, গত আটই ফেব্রুয়ারি চাল, চিনি, তেল ও খেজুরের আমদানি কর কমিয়েও দেয়া হয়। কিন্তু এরপর প্রায় তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও ভোক্তারা এর কোনো সুফল পাননি; উল্টো বাড়তে দেখা গেছে চিনি ও খেজুরের দাম। ব্যবসায়ীরা বলছেন, ডলারের মূল্য ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধির পাশাপাশি ঋণপত্র (এলসি) খোলা নিয়ে নানান জটিলতার কারণে সার্বিকভাবে পণ্যের আমদানি ব্যয় বেড়েছে। ফলে পণ্যের দামেও সেটির প্রভাব দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে, পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকার পরও কিছু `অসাধু আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীদের একটি অংশ, বাড়তি মুনাফা পেতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

এ অবস্থায় দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে পণ্যের সরবরাহ ও বাজার মনিটরিং ঠিক রাখতে না পারলে রমজানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের জন্য কঠিন হবে বলে মনে করছে কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশে প্রতিবছরই রমজান মাসে চিনি, খেজুর ও ভোজ্য তেলের দাম বাড়তে দেখা যায়। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির কারণে বাংলাদেশের বাজারে ইতোমধ্যেই নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিসেরই দাম বেড়ে গেছে। ফলে রমজান উপলক্ষ্যে যেন নতুন করে এসব পণ্যের দাম আর না বাড়ে, সেজন্য চলতি মাসের শুরুতে চাল, ভোজ্য তেল, চিনি ও খেজুরের আমদানি কর কমিয়ে দেয় সরকার। এর মধ্যে চাল আমদানিতে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক বা রেগুলেটরি ডিউটি ২৫ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়। এছাড়া রোজার অন্যতম অনুষঙ্গ খেজুরের আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়। একইভাবে, ভোজ্য তেল ও চিনি আমদানিতেও কর কমিয়ে দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। প্রতিষ্ঠানটির তথ্য মতে, রমজান উপলক্ষ্যে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত সয়াবিন তেল এবং পাম তেল আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ের ১৫ শতাংশ ভ্যাট কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। এছাড়া অপরিশোধিত চিনি আমদানির ক্ষেত্রে প্রতি মেট্রিক টনে আমদানি শুল্ক দেড় হাজার টাকা থেকে কমিয়ে এক হাজার টাকা করা হয়েছে। আর পরিশোধিত চিনির ক্ষেত্রে টনপ্রতি আমদানি শুল্ক তিন হাজার টাকা থেকে কমিয়ে করা হয়েছে দুই হাজার টাকা। কিন্তু দুই সপ্তাহ পর এসে দেখা যাচ্ছে, বাজারে পণ্যগুলোর দাম তো কমেইনি, বরং চিনি ও খেজুরের দাম বেড়ে গেছে। এক সপ্তাহ আগেও বাজারে যেখানে প্রতিকেজি খোলা চিনি ১৩৫ টাকা বিক্রি হচ্ছিল, পাঁচ টাকা বেড়ে সেটি এখন বিক্রি হচ্ছে ১৪০ টাকায়। একইভাবে, গত দুই সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা বাজারে খেজুরের দাম মানভেদে প্রতি কেজিতে ৫০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন বিক্রেতারা। রমজান মাস শুরুর এখনও প্রায় দেড় সপ্তাহ বাকি। অথচ চিনি ও খেজুরের বাইরে আরও বেশকিছু ভোগ্যপণ্যের দাম ইতিমধ্যেই বাড়তে শুরু করেছে। সরকারের বিপণন সংস্থা `ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ, (টিসিবি) বুধবার যে পণ্যতালিকা প্রকাশ করেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে গত একমাসের ব্যবধানে গরুর মাংস, ব্রয়লার মুরগির মাংস, ছোলা, ডাল, পেঁয়াজ, শুকনা মরিচ, হলুদ, দারুচিনি, তেজপাতা ইত্যাদি পণ্যের দাম বেড়ে গেছে। এক সপ্তাহ আগে ঢাকায় খোলা বাজারে এক কেজি গরুর মাংসের সর্বোচ্চে দাম ছিল ৭২০ টাকা। বুধবার সেটি বিক্রি হতে দেখা গেছে ৭৫০ টাকা দরে। একইভাবে, প্রতিকেজি ব্রয়লার মুরগির দাম ১৯৫ টাকা থেকে বেড়ে এখন বিক্রি হচ্ছে ২০০ টাকায়। অন্যদিকে, গত এক মাসের ব্যবধানে পেঁয়াজের দাম গড়ে প্রায় ২১ শতাংশ বেড়েছে বলে জানিয়েছে টিসিবি। এছাড়া ছোলার দাম পাঁচ শতাংশ, ডালের দাম দুই শতাংশ, শুকনা মরিচের দাম পাঁচ শতাংশ, হলুদের দাম চার শতাংশ, দারুচিনির দাম পাঁচ শতাংশ এবং তেজপাতার দাম কেজিতে গড়ে প্রায় তিন শতাংশ বেড়ে গেছে। বেসরকারি হিসেবে, বাংলাদেশে বছরে প্রায় ২০ লাখ টন চিনির চাহিদা রয়েছে। বিপুল এই চাহিদার বেশিরভাগই পূরণ করা হয় আমদানির মাধ্যমে।

এক্ষেত্রে সিটি গ্রুপ, মেঘনা গ্রুপ, বসুন্ধরা গ্রুপ, টিকে গ্রুপ, এস আলম গ্রুপ, দেশবন্ধু গ্রুপ-সহ বেশ কয়েকটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ব্রাজিল, আর্জেটিনা, ভারত-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে অপরিশোধিত চিনি আমদানি করে থাকে। এরপর পরিশোধন শেষে মূল্য নির্ধারণ করে সেগুলো বাজারজাত করা হয়। এখন আমদানিকারকরা বলছেন, চিনি আমদানির ক্ষেত্রে সরকার সম্প্রতি যতটুকু শুল্ক কমিয়েছে, সেটি এর দাম কমানোর জন্য যথেষ্ঠ নয়। "বিশ্ববাজারে এখন চিনির দাম আগের চেয়ে বেশি। এর মধ্যে আবার ডলারের দাম এবং পণ্যের পরিবহন ব্যয়ও বেড়ে গেছে। সব মিলিয়ে আমাদের খরচ অনেক বেড়েছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন দেশের শীর্ষ একটি চিনি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর যে চার পণ্যের শুল্ক কমানোর ঘোষণা দিয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে কম শুল্ক কমেছে চিনিতে। চিনি আমদানিতে কেজিতে শুল্ক কমেছে ৬৮ পয়সার মতো। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, "এই খরচের তুলনায় সরকার নামমাত্র শুল্কছাড় দিয়েছে, যা চিনির দাম কমানোর জন্য যথেষ্ঠ নয়।„ এছাড়া দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকটের কারণে ঋণপত্র (এলসি) খোলা নিয়ে নানান জটিলতা থাকায় চাইলেও আগের মতো চিনি আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে না। এটিও চিনির দাম বাড়ার পেছনে ভূমিকা রাখছে বলে জানিয়েছেন ওই কর্মকর্তা। অন্যদিকে, রমজানে দেশে ৫০ থেকে ৬০ হাজার মেট্রিক টন খেজুরের চাহিদা থাকে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এই চাহিদার প্রায় পুরোটাই আমদানি করা হয়। এক্ষেত্রে শুল্কহার বেশি হওয়ায় খেজুরের দাম কমানো সম্ভব হচ্ছে না বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশ ফ্রেশ ফ্রুট ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম। "চলতি অর্থবছর থেকে এনবিআর খেজুরকে বিলাসী পণ্য হিসেবে মূল্য ধরছে। ফলে আমদানি করা ১২০ টাকা কেজি দরের খেজুরে ২১০ টাকা শুল্ক দিয়ে বর্তমানে ৩৩০ টাকা কেজি দরে বাজারে বিক্রি করতে হচ্ছে। এজন্যই খেজুরের দাম বেশি„ বুধবার ঢাকায় একটি মতবিনিময় সভায় বলেন মি. ইসলাম।

ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) আয়োজিত ওই সভায় তিনি আরও বলেন, "গত ৩৫ বছর ধরে আমি খেজুর আমদানি করি, কিন্তু কখনো এত শুল্ক দিতে হয়নি। কাজেই দাম কমাতে হলে শুল্কহার আরও কমাতে হবে।„ দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টি খতিয়ে দেখেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, দেশে বর্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহে কোনো সংকট নেই। কিন্তু কিছু `অসাধু আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীদের একটি অংশ, বাড়তি মুনাফা পেতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এটি বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে রমজানে মাসে বাজার অস্থির হয়ে উঠতে পারে বলেও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এ অবস্থায় মনিটরিংয়ের মাধ্যমে বাজারে পণ্যের সরবরাহ ঠিক রাখাটাই সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে বলে মনে করছে কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। "দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের হয়ত সদিচ্ছা আছে। কিন্তু মনিটরিংয়ের মাধ্যমে চাহিদার তুলনায় পণ্যের সরবরাহ ঠিক রাখতে না পারলে রমজানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হবে„ বিবিসি বাংলাকে বলেন কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সভাপতি গোলাম রহমান। তবে সরকার অবশ্য বলছে, আসন্ন রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং নিত্যপণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে ইতোমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ব্যবসায়ীদের সাথে কয়েক দফায় বৈঠকও করেছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। "আমাদের যারা ব্যবসায়ী আছেন, তারা এটুকু নিশ্চিত করেছেন যে, আগামী রমজানে যে পরিমাণ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বাজারে থাকা বা মজুত থাকা বা পাইপলাইনে থাকা দরকার, তার সবগুলোই পর্যাপ্ত রয়েছে„ সম্প্রতি সাংবাদিকদের জানান মি. টিটু। কিন্তু প্রতিমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের পরও বাজারে পণ্যের দাম বাড়তে দেখা যাচ্ছে।

"পণ্যের দাম বাড়বে না ঘোষণা দেওয়ার পরও কেন বাড়ছে, সেটা তারাই ভালো বলতে পারবেন। কিন্তু এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ ক্রেতারা, বিশেষ করে খরচের তুলনায় যাদের আয় বাড়েনি,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন ক্যাবের সভাপতি মি. রহমান। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জার্মানি থেকে ফিরে গত শুক্রবার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, আসন্ন রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের কোনো সংকট হবে না। এসময় তিনি বলেন, ডিম লুকিয়ে রেখে দাম বাড়ানো। আপনার কী মনে হয় না, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সরকার উৎখাতে আন্দোলনকারীদের তাদেরও কিছু কারসাজি আছে?„ মজুতদারদের ওপর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শেখ হাসিনা এসময় আরও বলেন, "এর আগে পেঁয়াজের খুব অভাব। দেখা গেল বস্তার পর বস্তা পচা পেঁয়াজ পানিতে ফেলে দিচ্ছে। এই লোকগুলোর কী করা উচিত, আপনারাই বলুন কী করা উচিত। তাদের গণধোলাই দেওয়া উচিত।„ সম্প্রতি ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক করে প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম ১৭৩ টাকা থেকে কমিয়ে ১৬৩ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। আগামী পহেলা মার্চ থেকে নতুন এই দাম কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "খুচরা বাজারে কেউ যেন নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে ভোজ্য তেল বিক্রি করতে না পারে, সেজন্য মনিটরিং জোরদার করা হবে। রমজানে যারা পণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরির চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে কাউকে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. সফিকুজ্জামান। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৯.০২.২০২৪ রিহাব)

অফশোর ব্যাংকিং কী? বাংলাদেশে কেন এটি চালু হচ্ছে?

বাংলাদেশে অফশোর ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে নতুন যে আইনটি চূড়ান্ত করা হয়েছে তাতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি, রিজার্ভ সংকট ও এলসি খোলার সংকট সমাধান-সহ বিদেশি বিনিয়োগ আরও উৎসাহিত হবে বলে মনে করছেন ব্যাংক খাত সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, কোনও ব্যক্তি নয় বরং আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে অফশোর ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলেই এই আইন জরুরি ছিলে। কিন্তু গণমাধ্যমে আলোচনায় আসা এই অফশোর ব্যাংকিং আসলে কী? সাধারণ ব্যাংকিং-এর সাথে এর পার্থক্যই বা কী? কারা এর গ্রাহক? এই ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সরকারের উপরই বা কী প্রভাব পড়বে? মঙ্গলবার মন্ত্রিপরিষদ অফশোর ব্যাংকিং আইন ২০২৪-এর চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে। অফশোর ব্যাংকিং হলো ব্যাংকের ভেতরে পৃথক ব্যাংকিং সেবা। প্রচলিত ব্যাংকিং বা শাখার কার্যক্রমের চেয়ে ভিন্ন অফশোর ব্যাংকিং। কারণ এ জাতীয় কার্যক্রমে আমানত গ্রহণ ও ঋণ দেওয়ার দুই কার্যক্রমই বৈদেশিক উৎস থেকে আসে ও বিদেশি গ্রাহকদের দেওয়া হয়। এই ব্যাংকিং কার্যক্রম শুধু অনিবাসীদের মধ্যেই সীমিত থাকে। বিদেশি কোম্পানিকে ঋণ দেয়া ও বিদেশি উৎস থেকে আমানত সংগ্রহের সুযোগ রয়েছে অফশোর ব্যাংকিং-এ। স্থানীয় মুদ্রার পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রায় হিসাব হয় অফশোর ব্যাংকিং-এ। অফশোর ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকের কোনো নিয়ম-নীতিমালা প্রয়োগ করা হয় না। আলাদা আইন-কানুনের মাধ্যমে এ তহবিল পরিচালিত হয় ও হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। কেবল মুনাফা ও লোকসানের হিসাব যোগ হয় ব্যাংকের মূল মুনাফায়। অফশোর ইউনিট থেকে ব্যাংকগুলো বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ দিয়ে থাকে। এটি এমন ব্যাংকিং কার্যক্রমকে নির্দেশ করে যা শুধুমাত্র অনিবাসীদের যেমন: মাল্টিন্যাশনাল পণ্য, সেবা এবং ফাইন্যান্সারদের সম্পৃক্ত করে। এটি দেশীয় ব্যাংকিংয়ের সাথে যুক্ত হয় না। বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালে অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতে সে সময় কাজ শুরু হয়েছিলে। পরে ২০১৯ সালে অফশোর ব্যাংকিং নীতিমালা জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। বুধবার অফশোর ব্যাংকিং আইন ২০২৪-এর খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ। এর ফলে বাংলাদেশে বিনিয়োগকারী অনিবাসী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলো অফশোর অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে। এই খসড়ায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তপশিলি ব্যাংকগুলোকে লাইসেন্স নিতে হবে। শুধুমাত্র লাইসেন্সধারী ব্যাংকগুলোতে অফশোর অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে। যাদের লাইসেন্স আছে তাদের নতুন করে নিতে হবে না। বাংলাদেশে বর্তমানে ৩৯ টি ব্যাংক অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রমে যারা বিনিয়োগ করবে তারা বিদেশি বা অনিবাসী কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে হবে। অনুমোদিত এই আইনের অধীনে ব্যাংকগুলো বিদেশি বা অনিবাসী কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় যে আমানত গ্রহণ করবে তা স্বাভাবিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারবে। বিদেশে যে বাংলাদেশি বসবাস করছেন তার পক্ষে দেশে অবস্থানরত কোনও বাংলাদেশি নাগরিক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। সহায়তাকারী হিসেবে তারা অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে পারবেন। পাঁচ ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা - ডলার, পাউন্ড, ইউরো, জাপানি ইয়েন ও চীনা ইউয়ানে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে। বর্তমানে যে অফশোর ব্যাংকিং ব্যবস্থা রয়েছে তাতে ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) না থাকলে আমানতের আয়ের উপর ১৫ শতাংশ কর দিতে হয়। আর টিআইএন থাকলে ১০ শতাংশ কর দিতে হয়। নতুন আইনে কোনও কর দিতে হবে না। একই সাথে অফশোর ব্যাংকিং লেনদেনে যে সুদ আসবে তার উপর কোনও কর আরোপ করা হবে না। অ্যাকাউন্ট পরিচালনার জন্য কোনও সুদ বা চার্জ দিতে হবে না। বর্তমানে অনাবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে আমানত নেওয়ার কোনও নিয়ম নেই। এ আইনটি পাস হলে তপশিলি ব্যাংকের অফশোর ইউনিটগুলো বিদেশিদের পাশাপাশি অনাবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকেও আমানত নিতে পারবে। অনুমোদিত নতুন আইনে কোন ঋণসীমা রাখা হয়নি, এতে যে কোনও পরিমাণ লেনদেন করা যাবে। বর্তমানে বাংলাদেশে ইপিজেডে যে অফশোর অ্যাকাউন্ট রয়েছে তা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। এসব অ্যাকাউন্টে কোনো লাভ দেওয়া হয় না।

তবে, নতুন আইনে অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমে লাভ দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। ব্যাংকাররা বলছেন, এই ব্যাংকিং পদ্ধতিতে অসুবিধার চাইতে সুবিধাই বেশি। এই ব্যাংকিংয়ে যে কোনও কোম্পানি বা ব্যক্তি দেশ-বিদেশে সহজ শর্তে ব্যবসা করতে পারবে। অনুমোদিত নতুন আইনের আওতায় সরকার এই ব্যাংকিং কার্যক্রমে আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে এর পার্থক্য হলো এতে বিধিনিষেধ একেবারেই কম। গ্রাহকের তথ্য সংক্রান্ত চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়। তবে অসুবিধাও রয়েছে বলে মনে করছেন ব্যাংকাররা। মেঘনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল আমিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, " অতীতে এমন উদাহরণও রয়েছে, অফশোরের মাধ্যমে বিদেশ থেকে লোন নিয়ে দেশে ব্যবসা করছে , দেশে লোন শোধ করছে। এক্ষেত্রে তার এক্সপোর্ট সেভাবে না থাকলে ওই লোন শোধ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। তার মানে তাকে উল্টা করে লোকাল টাকা দিয়ে লোন শোধ করার সুযোগ নেই। পর্যাপ্ত এক্সপোর্টের মাধ্যমে কাভার না করলে ওই লোন পরিশোধ কঠিন হয়ে পড়ে„ বলেন মি. আমিন। এ সমস্যা রোধে তদারকি করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন সাবেক এই ব্যাংকার। তিনি বলেন, "যে কারণে

লোন দেয়া হচ্ছে সেটা পালন হচ্ছে কি না সেটা মনিটরিং জরুরি।„ তিনি আরও বলেন, "এই কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো দেশে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বাড়বে। কারণ যারা এতে অংশ নেবে তাদের সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের রেস্ট্রিকশন কম থাকবে। কারণ ফরেন কারেন্সির ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ অনেক উদার করা হয়েছে।„

বুধবার বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন সচিবালয়ে এই আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন। গণমাধ্যমে তিনি বলেন, "এটা এখন সর্বাধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা। পৃথিবীর বহু দেশ এ পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের বৈদেশিক রিজার্ভ ও আর্থিক কাঠামোকে সমৃদ্ধ করেছে। এতে করে তারা শত শত কোটি ডলার বিনিয়োগ পেয়েছে। এছাড়া আমরা এটিকে একটি অপশন হিসেবে ব্যবহার করছি, যাতে বিদেশিরা এসে টাকা রাখতে পারে। তবে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে টাকা নিয়ে যাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে অনুমতি নিতে হয়। অফশোর এই আইনে স্বাধীনভাবে অপারেট করা যাবে", জানান মি হোসেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব আরো জানান, "বাংলাদেশে যেসব বিদেশি বিনিয়োগ করে লভ্যাংশ নিয়ে যান, তখন তারা বাইরের অফশোর কোনও ব্যাংকিং ব্যবস্থায় টাকা রাখেন। আবার আমাদের এখানে যখন আনেন, তখন তারা আমাদের কোনো অভ্যন্তরীণ ব্যাংকে ঢোকান না। কারণ যখন তারা নিয়ে যাবেন তখন নানান বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এখানে একটা সুবিধা হবে বিদেশিরা ব্যবসা করে যে লভ্যাংশ পাবেন, সেটা এখন ব্যাংকে রাখবেন। কারণ এখন ব্যাংকে টাকা রাখলেই লাভ দেয়া হচ্ছে। যেটা আন্তর্জাতিক মানের। সুতরাং এখানে বিদেশিরা বিনিয়োগে আগ্রহী হবেন", এই আশা প্রকাশ করেছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব। অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্যই এটি করা হচ্ছে বলে জানান মি. হোসেন।

বিভিন্ন ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান, অফশোর ব্যাংকিং-এর আওতায় ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়। অনাবাসী বাংলাদেশিরা বিদেশ থেকে যখন দেশে থাকা অফশোর ব্যাংকিং-এর অ্যাকাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাবে, তখন সেই মুদ্রাতেই লেনদেন করবে। এছাড়া এ ধরনের অ্যাকাউন্টধারীদের সরকার প্রচুর ট্যাক্স বেনিফিট দিয়ে থাকে। ঊর্ধ্বতন ব্যাংক কর্মকর্তারা জানান, কোনও অনাবাসী ব্যক্তি বা কোম্পানি যখন বাংলাদেশের অফশোর অ্যাকাউন্টে বিদেশি মুদ্রা পাঠাবে তখন সে নিজের প্রয়োজনে এই অর্থ নিতে পারবে। পরিবারের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে। আবার টাকায় এনক্যাশ করে শেয়ার বা বন্ড কিনতে পারবে। মূলত বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বাড়ানো, রিজার্ভ সংকট, এলসি খোলার সংকট সমাধানে এই অফশোর ব্যাংকিং এর নতুন আইন কাজ করবে বলে মনে করছেন ঊর্ধ্বতন ব্যাংক কর্মকর্তারা। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৯.০২.২০২৪ রিহাব)

রাজনৈতিক আশ্রয় চাইতে বাংলাদেশিদের প্রথম পছন্দ যে দেশগুলো

প্রতি বছরই ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা-সহ পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন অনেক বাংলাদেশি নাগরিক। তবে ২০২৩ সালে ইউরোপে এমন আবেদনের সংখ্যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে এ যাবতকালের সর্বোচ্চ সংখ্যক আবেদন জমা পড়েছে ২০২৩ সালে। গত বছর ইউরোপিয় ইউনিয়ন (ইইউ)-ভুক্ত বিভিন্ন দেশে আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেছেন ৪০ হাজার ৩৩২জন। এর মধ্যে অনুমতি মিলেছে দুই হাজার জনের। এর অর্ধেকেরও বেশি আবেদন পড়েছে ইতালিতে। ৫৮ শতাংশ বাংলাদেশি সেখানে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। এর পরেই রয়েছে ফ্রান্স। ওই দেশটিতে অনুমতি চেয়েছেন ২৫ শতাংশ। ইইউ-র রাজনৈতিক আশ্রয় বিষয়ক সংস্থা ইইউএএ ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রবণতা সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য প্রকাশ করে। যাতে দেখা যায়, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ সিরিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষ আবেদন করেছেন। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে আফগানিস্তান। বিগত বছরের নিরিখে দেশ দুটির অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে। বাংলাদেশের অবস্থান এগিয়েছে এক ধাপ। ২০২২ সালে তুলনায় আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার বেড়ে যাওয়ায় ষষ্ঠ অবস্থানে উঠে এসেছে দেশটি। সিরিয়া-আফগানিস্তানের মতো দেশগুলোতে যুদ্ধ-সংঘাত বিপুল সংখ্যায় আশ্রয় প্রার্থনার একটা বড় কারণ। পৌনে দুই লাখের বেশি সিরিয়ান শরণার্থী ইউরোপে আশ্রয় চেয়েছেন। বেশির ভাগের আবেদনই মঞ্জুর হয়েছে। আর আফগানদের তরফে আবেদন পড়েছে এক লাখ ১৪ হাজার। ৬০ শতাংশের বেশি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু, তালিকার ওপরের দিকে বাংলাদেশের অবস্থান কেন? কেনই বা বাংলাদেশ থেকে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে আবেদন ক্রমশ বাড়ছে? ইইউএএ-র পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৪ সালে নয় হাজার ২৯০ জন বাংলাদেশি নতুন করে ইউরোপে আশ্রয়ের আবেদন করেন। ওই বছর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিল আগের ১৩ হাজারেরও বেশি নথি। পরবর্তী কয়েক বছর ওঠানামার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আবেদনের সংখ্যা। ২০২১ সালে প্রথম বারের মত নথিভুক্ত হওয়া আবেদনের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮ হাজার ৮৩৫ এ। ২০২২ সালে এ সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার বেড়ে ৩১ হাজার ৯৬৫ হয়। গত বছর আবেদন করা ৪০ হাজারের মধ্যে নতুন আবেদনকারী ৩৮ হাজারের ওপর।

অভিবাসন সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থা রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট বা 'রামরু'-র চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসনিম সিদ্দিকী এর কারণ হিসেবে দুটো বিষয়কে উল্লেখ করছেন। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "বৈধভাবে অভিবাসনের সুযোগ সীমিত হলেও কিন্তু সে সব দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। ফলে, অবৈধ পথে হলেও

অনেকেই যেতে চান।" এর পাশাপাশি তিনি আরও বলছেন, "গত বছর যেহেতু নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের অভ্যন্তরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত ছিল, বিরোধী মনোভাবের যারা মনে করেছেন তাদের ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স বা জেলে যাওয়ার ভয় আছে তাদেরও একটা অংশ হয়তো ইউরোপে পাড়ি দিয়ে আশ্রয় চেয়েছেন।„ গন্তব্য দেশগুলোর ভিসা পলিসির জটিলতার কথাও উল্লেখ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক। "কৃষিকাজ, যেমন `চেরি পিকিং,য়ের জন্য এক বছরের ভিসা দেওয়া হচ্ছে। এই কাজ পাওয়ার জন্য অনেকে যাচ্ছেন। কিন্তু, অনেক খরচ করে গিয়ে এক বছরে সেটা তুলে আনা কঠিন হয়ে যায়। যে কারণে অবৈধ অভিবাসন উৎসাহিত হচ্ছে।„

ইতালিতে বসবাসরত সাংবাদিক জাকির হোসেন সুমন বিবিসি বাংলাকে জানান, "এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে প্রচুর। কোভিডে অনেক লোক মারা গেছে। শ্রমিকের অভাব রয়েছে। সেজন্য ইতালি সরকার ঘোষণা দিয়েও বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসীদের আনছে।„ আশ্রয় হিসেবে ইতালিকেই বেছে নিতে চাইছেন অধিকাংশ বাংলাদেশি আবেদনকারী। মোট আবেদনের ৫৮ শতাংশ হিসাব করলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ২৩ হাজার ৩৯৩ জন। ফ্রান্সেও দশ হাজারের বেশি আর্জি লিপিবদ্ধ হয়। বাংলাদেশিদের তৃতীয় সর্বোচ্চ আবেদন জমা পড়ে রোমানিয়ায়। গত বছর সেখানকার আশ্রয়প্রার্থীদের সিংহভাগই ছিলেন বাংলাদেশি নাগরিক। এত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশির ইতালিতে আশ্রয় প্রার্থনার পেছনে তাদের ইউরোপে যাওয়ার রুট অন্যতম কারণ বলে মনে করেন অভিবাসন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক তাসনীম সিদ্দিকী। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "তাদের যাওয়ার পথটা দেখতে হবে। অবৈধভাবে যারা যাচ্ছেন তারা নানা দেশ ঘুরে তিউনিসিয়া বা লিবিয়া পৌঁছান।" লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর হয়ে ইতালি মানব পাচারের অন্যতম আলোচিত রুট। "ফলে এই বাংলাদেশিরা ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে প্রথমে ইতালিতে গিয়ে ওঠেন,„ যোগ করেন মিজ সিদ্দিকী। ইতালিতে দিনে দিনে বাংলাদেশিদের বড় কমিউনিটিও গড়ে উঠেছে। তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, "ইতালিতে একটা নেটওয়ার্ক আছে বাংলাদেশিদের। সাধারণত আইন বহির্ভূত পথে নেটওয়ার্ক ধরেই চেইন মাইগ্রেশন হয়। অনেকের আত্মীয়-স্বজনও আছেন। যে কারণে আবেদনের বৃহৎ অংশ ঐ দেশটিতে নিবন্ধিত হতে দেখা যায়। তবে, সবাই যে ইতালিতে থিতু হন তা নয়, বরং অনেকেই সেখান থেকে ইউরোপের অন্যান্য দেশে মাইগ্রেট করেন।

দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, গত পাঁচ বছরে কয়েকগুণ বেড়েছে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া অভিবাসীদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার পরিমাণ। ২০১৯ সালে দুই হাজার ৯৫১ জন আবেদন করেছিলেন। যদিও তার আগের বছর সংখ্যাটা ছিল পাঁচ হাজার ২৬। ২০১৭ সালে ১২ হাজার ৭৩১ জন এবং ২০১৪ সালে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছিলেন ৪ হাজার ৫১৭ জন। জাকির হোসেন সুমন বিবিসি বাংলাকে জানান, রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি এখন দারিদ্রকেও কারণ হিসেবে দেখাচ্ছেন কেউ কেউ। "দেশে থাকা পরিবারের দারিদ্র দূর করার জন্য আসছে এমন কারণ দেখিয়ে আবেদন করছেন। কয়েকজনকে জানি যারা এভাবে প্রাথমিক অনুমতি পত্র পেয়েছেন যার মেয়াদ ছয় মাস„। লিবিয়ার সর্ব পশ্চিমের উপকূল থেকে ইতালির লাম্পেদুসা দ্বীপের দূরত্ব সমুদ্রপথে প্রায় ৩০০ মাইল। একটি আধুনিক নৌযানে এই পথ পাড়ি দেয়া কোনও মুশকিল নয়। কিন্তু পাচারকারীরা গাদাগাদি করে ছোট নৌকা, কখনও কখনও এমন কী বাতাস দিয়ে ফোলানো ডিঙিতে করে অভিবাসীদের বেশ কিছুটা পথ নিয়ে যান। আর সেজন্য দুর্ঘটনাও ঘটে অনেক। ২০১৯ সালে ইতালি যেতে গিয়ে সাগরে ডুবে বহু বাংলাদেশি নিহত হওয়ার ঘটনা খবরের শিরোনাম হয়। তিউনিসিয়া রেড ক্রিসেন্টের বরাত দিয়ে সংবাদ সংস্থাগুলো জানায়, বৃহস্পতিবার ভূমধ্যসাগরে এক নৌকাডুবিতে নিহত প্রায় ৬০ জন অভিবাসীর অধিকাংশই ছিল বাংলাদেশি নাগরিক। রেড ক্রিসেন্ট কর্মকর্তা মঙ্গি স্লিমকে উদ্ধৃত করে বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, রাবারের তৈরি 'ইনফ্লেটেবেল' নৌকাটি ১০ মিনিটের মধ্যে ডুবে যায়। উদ্ধার হওয়া ১৬ জনের ১৪ জনই ছিলেন বাংলাদেশি। বেঁচে ফেরা অভিবাসীদের ভাষ্যমতে, নৌকাটিতে ৫১জন বাংলাদেশি ছাড়াও তিনজন মিশরীয় এবং মরক্কো, শ্যাড এবং আফ্রিকার অন্যান্য কয়েকটি দেশের নাগরিক ছিল। আইওএমের ২০১৭ সালের একটি জরিপে দেখা গেছে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি ঢোকার চেষ্টা করেছে যে সব দেশের নাগরিকেরা, বাংলাদেশিরা রয়েছেন সে রকম প্রথম পাঁচটি দেশের তালিকায়।

জাতিসংঘের এই সংস্থাটির হিসাব অনুযায়ী, ২০১৫ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত আট বছরে এশিয়ায় প্রায় পাঁচ হাজার অভিবাসীর হয় মৃত্যু হয়েছে নয়তো তারা নিখোঁজ হয়ে গেছে। নিহতদের বেশির ভাগই রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি শরণার্থী। বাংলাদেশ থেকে অভিবাসীরা সমুদ্র পথে বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান সাগর পার হবার চেষ্টা করে। বিপজ্জনক হলেও এই সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে তারা প্রতিবেশী দেশগুলোতে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে চেষ্টা করে। তবে, ঝুঁকি এড়াতে বিকল্প পথে যাওয়ার প্রবণতাও বাড়ছে। সাংবাদিক সুমন বলেন, রুট হিসেবে লিবিয়ার পরিবর্তে এখন রোমানিয়া এবং গ্রিসকেও ব্যবহার করছেন অনেকে। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৯.০২.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

ঢাকার বেইলি রোডের রেস্তরাঁয় আগুন, অন্তত ৪৩ জন নিহত

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাজধানী ঢাকার এক অভিজাত এলাকার একটি সাত-তলা ভবনে বৃহস্পতিবার রাতে আগুনে অন্তত ৪৩জন মারা গেছেন। "এ'পর্যন্ত, আগুনে পুরে ৪৩ জন মারা গেছেন," স্বাস্থ্যমন্ত্রী

সামন্ত লাল সেন ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতাল এবং তার সংলগ্ন বার্ন হাসপাতাল ঘুরে বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন। অগ্নিকাণ্ডে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া আরও ২২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বার্তা সংস্থা ইউএনবি জানিয়েছে, ঢাকার বেইলি রোডে কাচ্চি ভাই নামক এক রেস্তরাঁয় রাত দশটার দিকে আগুন শুরু হয়, এবং তা দ্রুত ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ডিউটি অফিসার সাহজাদি সুলতানা ইউএনবিকে জানান, দমকল বাহিনী, পুলিশ এবং আধা-সামরিক বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর সদস্যরা একযোগে কাজ করে রাত ১২টার একটু আগে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। সুলতানা বলেন, উদ্ধারকারীরা অন্তত ৭৫জনকে বের করে নিয়ে আসে।

আগুনের সুত্রপাতঃ

এর আগে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের গুদামের পরিদর্শক আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, রাত ৯:৫০ মিনিটে কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টে এই আগুনের সুত্রপাত। তিনি বলেন, খবর পেয়ে বিভিন্ন ফায়ার স্টেশন থেকে দমকলের আটটি ইউনিট সেখানে পৌঁছায় এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। পরে আরও চারটি অগ্নিনির্বাপক ইউনিটকে যুক্ত করা হয় এবং পুলিশ ও বিজিবির সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সহায়তা করেন। ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তাটি বলছেন যে, আগুনের সুত্রপাত কীভাবে হলো তা জানা যায়নি; তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে। দমকল বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন বলেন যে, ঐ ভবনটিতে একটাই দোকান ছিল এবং বাকি সব ক'টা ছিল রেস্তুরেন্ট। ভবনের চারিদিকে গ্যাসের সিলিন্ডার ছড়ানো-ছিটানো ছিল। ঐ গুলোর একটি কিংবা গ্যাসের চুলায় বিস্ফোরণের কারণে আগুন ধরতে পারে।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ এলিনা)

গণতন্ত্র মঞ্চের মিছিলে পুলিশি পদক্ষেপের নিন্দা বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুলের

বুধবার (২৮শে ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার সচিবালয় অভিমুখে গণতন্ত্র মঞ্চের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশি পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছেন বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "৭ই জানুয়ারির (২০২৪) ডামি নির্বাচনের পর দখলদার আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী মানুষের ভোটের অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো ক্ষুণ্ন করে জনগণ-সহ বিরোধী দলগুলোর ওপর আরও তীব্র মাত্রায় দমনপীড়ন চালাচ্ছে, নির্মম নিষ্ঠুরতা দেখাচ্ছে।„ মির্জা ফখরুল বলেন, "আজকে আরও একটি নির্মম বহিঃপ্রকাশ ঘটল গণতন্ত্র মঞ্চের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের বর্বরোচিত হামলা, গণতন্ত্র মঞ্চের নেতা জোনায়েদ সাকি-সহ ৫০ জনের বেশি নেতা-কর্মীকে আহত করা এবং একজন নেতাকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করার মধ্যে দিয়ে।„ তিনি আরও বলেন, `আমি এহেন পুলিশি হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং গ্রেপ্তারদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছি।„ তিনি আহত জোনায়েদ সাকি-সহ নেতা-কর্মীদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। উল্লেখ্য, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে বুধবার (২৮শে ফেব্রুয়ারি) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ করে গণতন্ত্র মঞ্চ। সমাবেশ শেষে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতা–কর্মীরা সচিবালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। পল্টন হয়ে জিপিওর সামনে পৌঁছানোর পরপরই পুলিশ তাদের বাধা দেয়। তখন দুই পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে। গুলিস্তান জিরো পয়েন্টের কাছে এ ঘটনা ঘটে। গণতন্ত্র মঞ্চের নেতা–কর্মীদের দাবি, এতে সংগঠনের অন্তত ৪০ জন নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ব্যাংক লোপাট ও অর্থ পাচারের প্রতিবাদে এই সমাবেশ করে গণতন্ত্র মঞ্চ। পুলিশের লাঠিচার্জে গণতন্ত্র মঞ্চের কেন্দ্রীয় নেতা ও বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সাংগঠনিক সমন্বয়ক ইমরান ইমন, নাগরিক ঐক্যের সাংগঠনিক সম্পাদক সাকিব আনোয়ার এবং ভাসানী অনুসারী পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক বাবুল বিশ্বাস আহত হয়েছেন বলে মঞ্চের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরির উদ্দেশ্যেই গণতন্ত্র মঞ্চ পুলিশের ওপর চড়াও হয়। বুধবার (২৮শে ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকার রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার ২০২৪-২০২৫ মেয়াদের নতুন নির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। হাছান মাহমুদ বলেন, "দেশে একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্টসহ পৃথিবীর ৭৮ দেশের সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ওআইসি-সহ পৃথিবীর ৩২টি আন্তর্জাতিক সংস্থা বর্তমান সরকারকে অভিনন্দন জানানো দেখে গণতন্ত্র মঞ্চ প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে বুধবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়।„ তিনি আরও বলেন, "গণতন্ত্র মঞ্চকে যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তারা তার বাইরে গিয়ে বেআইনিভাবে ব্যারিকেড অতিক্রমের সময় পুলিশ তাদের বারণ করে। তারা সেটি না মেনে পুলিশের একজন সদস্যকে ধরে ফেলে। তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য

হয়।„ বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর অভিযোগ `তাদের দলের নেতা-কর্মীদের ধরপাকড় করা হচ্ছে, নাকচ করে দিয়ে হাছান মাহমুদ বলেন, বরং দেখা যাচ্ছে প্রতিদিন তাদের নেতা-কর্মীরা ছাড়া পাচ্ছে।„
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ এলিনা)

মৌলিক আইন বাংলায় অনুবাদ করতে কমিটি গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের

বাংলাদেশের প্রচলিত মৌলিক আইনের বাংলায় অনূদিত নির্ভরযোগ্য পাঠ (অথেনটিক টেক্সট) প্রণয়ন ও প্রকাশে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। এ কমিটিকে অবিলম্বে এ বিষয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯শে ফেব্রুয়ারি) বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের হাইকোর্ট বেঞ্চ রিট শুনানি শেষে এই আদেশ দেন। আদেশে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ অ্যান্ড ড্রাফটিং উইংয়ের একজন, বাংলা একাডেমির একজন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বাংলা বিভাগ থেকে একজন করে এবং আইন কমিশনের একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে আইন মন্ত্রণালয়কে এ কমিটি করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে ছয় মাসের মধ্যে এই কমিটিকে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বছরের ২৯শে অগাস্ট এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের ১০ আইনজীবীর করা রিটের শুনানি শেষে এই আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট শিশির মোহাম্মদ মনির। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাশগুপ্ত। আদেশের পর শিশির মোহাম্মদ মনির সাংবাদিকদের বলেন, "যেসব মৌলিক আইনের ওপর ভিত্তি করে আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলোর নির্ভরযোগ্য কোনো বাংলা পাঠ নেই। যা কিছু আছে সবই ব্রিটিশ আমলে প্রণীত ইংরেজিতে।„ তিনি বলেন, "ইদানিং রায় বাংলায় লেখার কথা বলা হচ্ছে। আদালতের কার্যক্রম বাংলায় পরিচালনার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু মৌলিক আইনসমূহের তো কোনো বাংলা নেই। ফলে বাংলায় রায় লিখতে গিয়ে একেকজন একেক সময় একেকটি শব্দ ব্যবহার করছেন। যে রায় ব্যাখ্যা করতে গেলে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যতা দেখা যাচ্ছে। এ জন্য মৌলিক আইনের বাংলা প্রণয়ন হলে নতুন দিগন্তের সূচনা হতে পারে। আদালত বলেছেন, এটা একটা ঐতিহাসিক কাজ। এটা অনেক বড় ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আদালতের নির্দেশনার মাধ্যমে এটা শুরু করছি। বাকিটা সময়ে সময়ে কমিটির অগ্রগতি রিপোর্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।„ এর আগে ২০২২ সালের ১৪ই মার্চ সুপ্রিম কোর্টের ১০ আইনজীবীর করা রিটের শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট রুল দিয়েছিলেন। রুলে আদালতের কার্যক্রম পরিচালনায় অর্থবহভাবে বাস্তবায়ন করতে দেশের প্রচলিত মৌলিক আইনের বাংলায় অনূদিত নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রণয়ন ও প্রকাশে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়েছিলেন। রিটের আগে এই ১০ আইনজীবী নোটিশ দিয়েছিলেন। নোটিশে বলা হয়, আদালতের যাবতীয় কার্যাবলি আইনের আলোকে পরিচালিত হয়। আদালতের কার্যক্রমসংক্রান্ত মৌলিক আইনগুলো হলো— দণ্ডবিধি-১৮৬০, সাক্ষ্য আইন- ১৯৭২, চুক্তি আইন-১৮৭২, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন-১৮৭৭, সিভিল কোর্টস অ্যাক্ট-১৮৮৭, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন-১৮৮২, ফৌজদারি কার্যবিধি-১৮৯৮ দেওয়ানি কার্যবিধি-১৯০৮ এবং তামাদি আইন-১৯০৮। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট (আপিল বিভাগ) রুলস-১৯৮৮, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ) রুলস-১৯৭৩, ক্রিমিনাল রুলস এ- অর্ডারস-২০০৯, সিভিল রুলস এ- অর্ডারস। অধিকাংশ আইন ব্রিটিশ আমলে এবং ইংরেজি ভাষায় প্রণীত। নোটিশে আরও বলা হয়, আদালতে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এসব আইনের গুরুত্ব ও ব্যবহার সর্বাধিক। এ আইনগুলোর বাংলায় অনূদিত নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রণয়ন ও প্রকাশ ব্যতীত আদালতের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের আইনি বিধান সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং অযৌক্তিক। এখন পর্যন্ত এসব মৌলিক আইনের কোনো নির্ভরযোগ্য বাংলা পাঠ প্রণয়ন করা হয়নি। সর্বস্তরে বিশেষত আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনের স্বার্থে উক্ত মৌলিক আইনসমূহের বাংলায় অনূদিত নির্ভরযোগ্য পাঠপ্রকাশ অত্যাবশ্যক। এমতাবস্থায় মৌলিক আইনগুলোর বাংলায় অনূদিত নির্ভরযোগ্য পাঠ (অথেনটিক টেক্সট) প্রকাশে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে নোটিশে অনুরোধ জানানো হয়। এই নোটিশের জবাব না পেয়ে ২০২২ সালে হাইকোর্টে রিট করেন ১০ আইনজীবী। রিটকারী আইনজীবীরা হলেন— মোস্তাফিজুর রহমান, মীর ওসমান বিন নাসিম, মো.আসাদ উদ্দিন, মোহা. মুজাহিদুল ইসলাম, মো. জোবায়েদুর রহমান, মো. আব্দুস সবুর দেওয়ান, আল রেজা মো. আমির, আব্দুল্লাহ হিল মারুফ ফাহিম, জি এম মুজাহিদুর রহমান ও মো. জহিরুল ইসলাম। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ এলিনা)

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু : মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক

নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের একজন বন্ধু। জাতিসংঘ যে উন্নয়নকাজ করছে, সেখানে তাঁর কাজ বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বুধবার (২৮শে ফেব্রুয়ারি) নিউইয়র্কে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক। সংবাদ সম্মেলনে একজন সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের পরিস্থিতি জাতিসংঘ কীভাবে পর্যবেক্ষণ করছে? এই প্রশ্নের জবাবে স্টিফেন দুজারিক বলেন, "প্রফেসর ইউনূস তাঁর কর্মজীবনের কারণে জাতিসংঘের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ... আমরা যে

উন্নয়নকাজ করছি, সেখানে তাঁর কাজ বিশেষ ভূমিকা রাখছে।„ তিনি আরও বলেন, অধ্যাপক ইউনূসের মামলাটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বাংলাদেশে জাতিসংঘের কান্ট্রি টিম। একই সাংবাদিক আরেক প্রশ্নে দুজারিককে বলেন, ৭ই জানুয়ারির (২০২৪) নির্বাচনের আগে বাংলাদেশে বিরোধী দলের ২৫ হাজারের বেশি নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে মারা গেছেন ১৩ জন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপে অল্প কয়েকজনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাই আপনি কি অন্য বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানাবেন? এই প্রশ্নের জবাবে দুজারিক বলেন, "... এ বিষয়ে আমাদের অবস্থান আগের মতোই। শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করার কারণে যাদের আটক করা হয়েছে তাদের সবাইকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান আমরা অব্যাহত রাখব।„ উল্লেখ্য, এর আগে এক ব্রিফিংয়ে স্টিফেন দুজারিক জানিয়েছিলেন যে, ড. ইউনূসকে নিয়ে যেসব খবর আসছে, তা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন। ওই ব্রিফিং-এর সময় বাংলাদেশর একজন সাংবাদিক জানতে চান যে, গ্রামীণ অফিস দখল এবং ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার নতুন যেসব অভিযোগ এনেছে, সে সম্পর্কে জাতিসংঘের মহাসচিব অবগত আছেন কি না। এই প্রশ্নের জবাবে দুজারিক বলেন, "আমরা বিষয়টি জানি।'„ তিনি বলেন, "আমি আবার জোর দিয়েই বলব যে, বহু বছর ধরে মি. ইউনূস দাপ্তরিকভাবে এবং দপ্তরের বাইরে থেকেও জাতিসংঘের সঙ্গে সহযোগিতা করে আসছেন। তিনি মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, দ্য সাস্টনেবেল ডেভেলপমেন্ট গোল এবং সাধারণভাবে আমাদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসহ আমাদের অনেক উদ্যোগের প্রতি সমর্থন দিয়ে আসছেন।„ তিনি আরও বলেন, "তাঁর বিষয়ে যেসব খবর আসছে সে সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।„ এ বছরের ১লা জানুয়ারি ড. মুহাম্মদ ইউনূস-সহ চারজনের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি ধারায় ছয় মাসের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করে রায় দেয় ঢাকার একটি শ্রম আদালত। আরেকটি ধারায়, তাদের ২৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর এই মামলা দায়ের করেছিল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। দণ্ডাদেশ ঘোষণার পর, ড. ইউনুসের আইনজীবীরা জামিন আবেদন করেন। আদালত আবেদন মঞ্জুর করলে কারাগারে যেতে হয়নি ড. ইউনূসকে। রায়ের পর প্রতিক্রিয়ায় আদালতে সাংবাদিকদের ড. ইউনূস বলেছিলেন, "যে অপরাধ করিনি, সেই অপরাধর জন্য শাস্তি পেলাম।„ এই মামলা ছাড়াও, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে, দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়ের করা মামলাও রয়েছে। এই মামলাকে হয়রানিমূলক বলে উল্লেখ করেন ড. ইউনূসের পক্ষের আইনজীবীরা। এদিকে শ্রম আদালতের দেওয়া ৬ মাসের কারাদণ্ডের রায় চ্যালেঞ্জ করে, ২৮ই জানুয়ারি (রবিবার) শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বিস্তারিত শুনানির জন্য আদালত আপিল গ্রহণ করে এবং আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জামিন মঞ্জুর করে আদেশ দেয়। ড. ইউনূসের আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, "প্রাথমিক শুনানির পর, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল আপিল আবেদনটি শুনানির জন্য গ্রহণ করেছে এবং এ মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রম আদালতের নথি তলব করেছে।„ এদিকে বাংলাদেশের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক জানিয়েছেন, নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে সরকার মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে না। ১লা ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান। আনিসুল হক বলেন, "ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে হয়রানি করার জন্য সরকার কিছু করছে না। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে না। যে মামলা হয়েছে, সেটা শ্রমিকেরা করেছিল, তারপর শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিদপ্তর তাঁর বিরুদ্ধে একটা মামলা করেছে। আমি কেবল বলব, দেশ আমাদের সবার। নির্বাহী, আইনসভা কিংবা বিচার বিভাগ সব বিষয়ে দেশের অর্জনই দেশের মানুষের।„ আনিসুল হক আরও বলেন, "অকাট্য প্রমাণ থাকার পরও বিদেশে ছড়ানো হচ্ছে- তাঁর (ড. ইউনূস) বিরুদ্ধে সব অভিযোগ মিথ্যা। আরও বলা হচ্ছে আমরা তাঁকে হয়রানির জন্য এটা করছি।„ এ ছাড়া, সম্প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলার বিচার অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে চলছে। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের বিচার বিভাগ অত্যন্ত স্বচ্ছ। অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে বিচার চলছে।„ তিনি আরও বলেন, "তাঁর জামিন পাওয়ার বিষয়টিই প্রমাণ করে বিচার অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে চলছে।„ হাছান মাহমুদ বলেন, ড. ইউনূসের সংগঠনের বঞ্চিত কর্মীরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলাগুলো দায়ের করেছে, সরকার এতে কোনো পক্ষ নয়। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা ও রায়ের প্রতিক্রিয়ায় ১২৫ জন নোবেল বিজয়ী-সহ ২৪২ জন বিশ্বনেতা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একটি খোলা চিঠি দিয়েছেন। ২৯ই জানুয়ারি (সোমবার) ওয়াশিংটন পোস্টে এই বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ড. ইউনুসের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার পর্যালোচনার জন্য বাংলাদেশে একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর প্রস্তাব দেন। ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা ঘিরে এ নিয়ে তৃতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রীকে খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন বিশ্বের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিরা। শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ড. ইউনূস ও গ্রামীণ টেলিকমের তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ১লা জানুয়ারি আদালতের রায়ের প্রতিক্রিয়ায় এই চিঠি লেখা হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়, ড. ইউনূসকে হয়রানি নিয়ে দ্বিতীয় দফার খোলা চিঠিতে ১০৮ নোবেলজয়ীসহ বিশ্বের ১৯০ জনের বেশি নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। এরপর

২০২৩ সালের অগাস্টে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের প্রতি বিষয়টি খতিয়ে দেখতে আইনজীবী ও বিশেষজ্ঞ পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। তখন শেখ হাসিনা বলেছিলেন, "যার বিরুদ্ধে মামলা, তার সব দলিল-দস্তাবেজ তারা খতিয়ে দেখুক । সেখানে কোনো অন্যায় আছে কি-না, তারা নিজেরাই দেখুক। তাদের এসে দেখা দরকার, কী কী অসামঞ্জস্য আছে।„ সর্বশেষ চিঠিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, "আমরা আপনার (শেখ হাসিনা) ওই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। (বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবীদের) এই পর্যালোচনা শুধু ১লা জানুয়ারি রায় হওয়া শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলা ঘিরে করলেই হবে না। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলাটি ঘিরেও করতে হবে।„ চিঠিতে আরও বলা হয়, "এই পর্যালোচনার জন্য একজন জ্যেষ্ঠ আন্তর্জাতিক আইনজীবীর নেতৃত্বে স্বাধীন আইন বিশেষজ্ঞদের একটি দল পাঠানোর প্রস্তাব দিচ্ছি। আমরা দ্রুতই এটা শুরু করতে চাই। একই সঙ্গে পর্যালোচনা চলাকালে ড. ইউনূস ও তার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে কারাদণ্ডের রায় স্থগিত রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।

ড. ইউনূসের জন্য স্বচ্ছ ও ন্যায্য বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ নিশ্চিত করার আহবান যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের বাংলাদেশে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে করা মামলাগুলোর আপিল চলার সময় একটি স্বচ্ছ ও ন্যায়সম্মত আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ নিশ্চিত করার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর। ফেব্রুয়ারির ৩ তারিখে ভয়েস অফ আমেরিকাকে পাঠানো এক ইমেইল বার্তায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র বলেন, "আমরা (যুক্তরাষ্ট্র) লক্ষ্য করেছি, শ্রম আইনের অধীনে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে পরিচালিত হয়েছে।„ ১লা ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) গ্রামীণ টেলিকমের কর্মীদের লভ্যাংশের ২৫ কোটি ২২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ড. মুহাম্মদ ইউনূস-সহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে আদালতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর অভিযোগপত্র জমা দেওয়া সম্পর্কে মুখপাত্র বলেন, তারা লক্ষ্য করেছেন, "দুর্নীতি দমন কমিশন অতিরিক্ত মামলাগুলোর জন্য একটি চার্জশিট অনুমোদন করেছে যা বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে নিন্দিত হচ্ছে।„ এ বিষয়ে অন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মতো যুক্তরাষ্ট্রও উদ্বিগ্ন যে, "এই মামলাগুলো ড. ইউনূসকে হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশের শ্রম আইনের অপব্যবহার হিসেবে প্রতীয়মান হতে পারে।„ মুখপাত্র তাঁর প্রতিক্রিয়ায় আরও বলেন, "শ্রম ও দুর্নীতিবিরোধী আইনের অপপ্রয়োগ হচ্ছে বলে যে ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে তা বাংলাদেশে আইনের শাসন জারি থাকার ব্যাপারে প্রশ্ন জাগাতে ও ভবিষ্যৎ বৈদেশিক বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করতে পারে বলে বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে আমরা উদ্বিগ্ন।„ (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ এলিনা)

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের দুই মামলা থেকেই খাদিজাতুল কুবরার অব্যাহতি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরাকে নিউমার্কেট থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের (ডিএসএ) আরেকটি মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ গঠনের মতো কোনো উপাদান না পাওয়ায় বৃহস্পতিবার (২৯শে ফেব্রুয়ারি) এ আদেশ দেন ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এ এম জুলফিকার হায়াতের আদালত। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে খাদিজার বিরুদ্ধে দায়ের করা দুটি মামলা থেকেই তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তবে মামলার অপর অভিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত মেজর দেলোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ পুনঃতদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এর আগে এ বছরের ২৮শে জানুয়ারি রাজধানী ঢাকার কলাবাগান থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা থেকে খাদিজাতুল কুবরাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। খাদিজা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। অনলাইনে সরকারবিরোধী বক্তব্য প্রচার-সহ দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগে ২০২০ সালের অক্টোবরে খাদিজা ও অবসরপ্রাপ্ত মেজর দেলোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে পৃথক দুটি মামলা হয়। একটি মামলা হয় রাজধানীর কলাবাগান থানায়, অন্যটি নিউমার্কেট থানায়। দুটি মামলার বাদী পুলিশ। ২০২২ সালের মে মাসে দুই মামলায় আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় পুলিশ। এ অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনাল তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। একই বছরের ২৭ই অগাস্ট মিরপুরের বাসা থেকে খাদিজাকে গ্রেপ্তার করে নিউমার্কেট থানা-পুলিশ। এরপর বিচারিক আদালতে দু,বার খাদিজার জামিন আবেদন নাকচ হয়। পরে তিনি হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেন। ২০২৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি খাদিজার জামিন মঞ্জুর করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিত করেন চেম্বার আদালত। পাশাপাশি রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদন আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠানো হয়। একই বছরের ১৫ই নভেম্বর খাদিজার জামিনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা লিভ টু আপিল খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ। ২০ই নভেম্বর খাদিজাতুল কুবরা গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগার থেকে মুক্তি পান। ২০২০ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাগুলো করার সময় খাদিজার বয়স ছিল ১৭ বছর। কিন্তু তাঁকে প্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়ে মামলা করা হয় বলে তাঁর আইনজীবী জানিয়েছেন। কিডনি রোগ থাকা সত্ত্বেও ঢাকার একটি আদালত বারবার খাদিজার জামিন আবেদন নাকচ করে আসছিলেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ এলিনা)

হিজাব না পরায় মুন্সীগঞ্জে ৬ ছাত্রীর চুল কেটে দেওয়ার অভিযোগ এক স্কুল শিক্ষিকার বিরুদ্ধে

মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানের সৈয়দপুর আব্দুর রহমান স্কুল অ্যান্ড কলেজে হিজাব না পরায় সপ্তম শ্রেণির ৬ শিক্ষার্থীর চুল কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে একই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষিকা রুনিয়া সরকারের বিরুদ্ধে। বুধবার (২৮ই ফেব্রুয়ারি) ক্লাস চলাকালে এ ঘটনা ঘটে। জানা যায়, হিজাব না পরার কারণে হঠাৎ করে শিক্ষিকা রুনিয়া সরকার কাঁচি দিয়ে সপ্তম শ্রেণির ৬ শিক্ষার্থীর মাথার চুল কেটে দেন। এতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন অভিভাবক জানান, হিজাব না পরার কারণেই চুল কেটেছে। সৈয়দপুর আব্দুর রহমান স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মিয়া ফরিদ আহমেদ বলেন, বিষয়টি আমি পরে জানতে পেরেছি। তিন অথবা চারজন মেয়ের সামান্য চুল কেটেছে, তবে হিজাব না পরার কারণে নয়। মেয়েরা একটু উশৃঙ্খলতা করেছে, এই কারণে। বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখছি। শিক্ষিকার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ এলিনা)

অপরাধের নতুন ধরন দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রযুক্তির উন্নয়নের যুগে অপরাধের নতুন ধরন মোকাবিলা করতে পুলিশ সদস্যদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, "প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। অপরাধের নতুন নতুন ধরন তৈরি হচ্ছে। আমাদের পুলিশ বাহিনীকে সম্ভাব্য সব উপায়ে এগুলো মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।„ পুলিশ সপ্তাহ-২০২৪ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার (২৯শে ফেব্রুয়ারি) সকালে তাঁর কার্যালয়ে বাংলাদেশ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। `স্মার্ট পুলিশ স্মার্ট দেশ, শান্তি ও প্রগতির বাংলাদেশ, প্রতিপাদ্য সামনে রেখে ২৭শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৩রা মার্চ পর্যন্ত ছয় দিনব্যাপী পুলিশ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। শেখ হাসিনা বলেন, অপরাধের নতুন ধরন মোকাবিলায় সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। অপরাধের ধরন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ মোকাবিলায় সিস্টেম আপগ্রেড করা না গেলে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। পুরুষ, নারী ও শিশু নির্বিশেষে জনগণকে কর্মক্ষেত্রে আপনজন হিসেবে বিবেচনা করে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে সেবা করার জন্য পুলিশ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। পুলিশ এখন জনগণের বন্ধুতে পরিণত হয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, এখন মানুষ অতীতের মতো পুলিশকে ভয় পায় না। শেখ হাসিনা বলেন, "এখন তারা (জনগণ) তাদের আস্থা ফিরে পেয়েছে এবং সাধারণ মানুষ পুলিশকে তাদের বন্ধু ও আস্থাভাজন মনে করে।„
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ এলিনা)

মার্চ নয়, ফেব্রুয়ারি থেকেই বিদ্যুতের দাম বাড়বে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ

এ বছরের ১লা মার্চের পরিবর্তে ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। বৃহস্পতিবার (২৯শে ফেব্রুয়ারি) তিনি এ তথ্য জানান। নসরুল হামিদ বলেন, বিদ্যুতের দাম সমন্বয়ের বিষয়ে আজ প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। এর আগে তিনি জানিয়েছিলেন, ১লা মার্চ থেকে নতুন শুল্ক কার্যকর হবে। তিনি বলেন, সব ধরনের গ্রাহকের জন্য প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ৩৪ থেকে ৭০ পয়সা পর্যন্ত বাড়ানো হবে এবং শুধু বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্ষেত্রে গ্যাসের দাম প্রতি ইউনিট ৭৫ পয়সা বাড়বে। নসরুল হামিদ আরও বলেন, ১লা মার্চ থেকে গ্রাহক পর্যায়ে জ্বালানির নতুন মূল্য চালু করা হবে। এর অধীনেই আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পেট্রোলিয়ামের দাম বাড়ানো বা কমানো হবে। তিনি বলেন, "প্রতি মাসে গ্রাহকদের জন্য জ্বালানি তেলের দাম ঘোষণা করা হবে।„ প্রতিবেশী ভারত প্রতিদিনই এটি করছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ডলারের দর বৃদ্ধির কারণে সরকারের যে ক্ষতি হয়েছে তা কমিয়ে আনতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "এ বছর কম দামে বিদ্যুৎ বিক্রি করায় সরকারের ৪৩ হাজার কোটি টাকা লোকসান হবে।„ বিদ্যুৎ খাতে এখন যে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে, তা থেকে বেরিয়ে আসার সরকারি পদক্ষেপের অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৯৮ হাজার ৬৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৭ হাজার ২৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে। প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ ১১ টাকা ৩৩ পয়সা এবং প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রি করা হয়েছে ৬ টাকা ৭০ পয়সা। এতে লোকসান হয়েছে প্রায় ৪ টাকা ৬৩ পয়সা। এই ভারসাম্যহীনতার কারণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৭ হাজার ৭৮৮ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। কারণ বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে অতি উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ কিনেছে সরকার। বেসরকারি খাতের বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে ৮২ হাজার ৭৭৮ কোটি টাকার বিদ্যুৎ কিনে ভয়াবহ সংকটের মুখে পড়েছে সরকার। একই সময় নিজস্ব কেন্দ্র থেকে ১৩ হাজার ৩০৭ কোটি টাকার বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, বিপিডিবির নিজস্ব কেন্দ্রগুলো থেকে গড়ে প্রতি ইউনিট উৎপাদন খরচ ৭ টাকা ৬৩ পয়সা, সেখানে স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী বা আইপিপির (বেসরকারি খাত) বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ পড়েছে ১৪ টাকা ৬২ পয়সা। এ ছাড়া রেন্টাল প্ল্যান্টে প্রতি ইউনিটে খরচ হয়েছে ১২ টাকা ৫৩ পয়সা, পাবলিক প্লান্টে ৬ টাকা ৮৫ পয়সা

এবং ভারত থেকে আমদানি করা বিদ্যুতের খরচ ৮ টাকা ৭৭ পয়সা। সরকার বেসরকারি খাত ও ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ডলারে বিদ্যুৎ কেনে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ এলিনা)

সাজার মেয়াদ শেষে প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় থাকা বিদেশিদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ

বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে বিভিন্ন অপরাধে সাজা খাটা শেষে প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় থাকা ১৫৭ জন বিদেশিকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। বৃহস্পতিবার (২৯ ফেব্রুয়ারি) বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ বছরের ২১ জানুয়ারি কারা মহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে দাখিল করা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এই আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার বিভূতি তরফদার। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাশগুপ্ত। পররাষ্ট্রসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও কারা মহাপরিদর্শককে এ নির্দেশনা পালন করতে বলা হয়েছে। ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাশগুপ্ত জানান, এ বিষয়ে পরবর্তী আদেশের জন্য হাইকোর্ট ২৮ মে দিন ধার্য করেছেন। এর আগে ২১ জানুয়ারি প্রতিবেদনে জানানো হয়, দেশের কারাগারগুলোতে বিভিন্ন অপরাধে সাজা খাটা শেষে প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় রয়েছেন ১৫৭ জন বিদেশি। আটকদের মধ্যে ১৫০ জন ভারতের, পাঁচজন মিয়ানমারের ও একজন করে পাকিস্তান ও নেপালের নাগরিক রয়েছেন। ১৫৭ জনের মধ্যে ১৯ জন নারী। উচ্চ আদালতের আদেশের পর কারা অধিদপ্তর এই প্রতিবেদন পাঠায়। কারাবন্দী এসব বিদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশের দায়ে দ্য কন্ট্রোল অফ এন্ট্রি অ্যাক্ট, ১৯৫২, পাসপোর্ট আইন, ১৯৫২ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলা ছিল।(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ এলিনা)

যৌন হয়রানির মামলায় ভিকারুননিসার শিক্ষক কারাগারে

যৌন হয়রানির মামলায় রাজধানী ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের আজিমপুর ক্যাম্পাসের গণিতের শিক্ষক মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন সরকারকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। দুই দিনের রিমান্ড শেষে পুলিশ বৃহস্পতিবার (২৯ ফেব্রুয়ারি) মুরাদ হোসেনকে আদালতে হাজির করলে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ঢাকা মহানগর হাকিম মোহাম্মদ জসিম। একইসঙ্গে অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী চিকিৎসার আবেদন করলে কারাবিধি মোতাবেক তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এর আগে ২৭ ফেব্রুয়ারি মুরাদ হোসেনকে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির মামলায় দুই দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেন আদালত। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকী-আল-ফারাবী এই আদেশ দিয়েছিলেন। মুরাদ হোসেনকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করে লালবাগ থানা-পুলিশ। অভিযুক্ত পক্ষ এই আবেদন বাতিল করে জামিন চায়। দুই পক্ষের শুনানি শেষে আদালত তাঁর দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মুরাদ হোসেনের পক্ষ থেকে আদালতে দাবি করা হয়, তিনি হয়রানির শিকার। উল্লেখ্য, ২৪ ফেব্রুয়ারি (শনিবার) অভিযুক্ত শিক্ষক মুরাদ হোসেনকে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পাস থেকে প্রত্যাহার করে অধ্যক্ষের কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছিল। অভিযুক্ত শিক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে আসছিলেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ছাত্রী ও অভিভাবকেরা। এ দাবিতে ছাত্রীরা ২৫ ফেব্রুয়ারি আজিমপুর ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করে। একই দিনে অভিভাবকেরা সংবাদ সম্মেলন করে অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তি দাবি করেন। অভিভাবক ও ছাত্রীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, অভিযুক্ত ওই শিক্ষক কোচিংয়ে পড়ানোর সময় ছাত্রীদের যৌন হয়রানি করতেন। পরে ২৬ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) সন্ধ্যায় ভুক্তভোগী এক শিক্ষার্থীর মা মুরাদ হোসেনের বিরুদ্ধে লালবাগ থানায় যৌনপীড়ন ও শ্লীলতাহানির মামলা করেন। মামলায় উল্লেখ করা হয়, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী যখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ত, তখন সে ওই শিক্ষকের কোচিংয়ে পড়তে যেত। মেয়েটিকে ২০২৩ সালের ১০ মার্চসহ বিভিন্ন সময় নানাভাবে যৌনপীড়ন করেছেন তিনি। এদিকে একই দিন ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের যৌন হয়রানি করার অভিযোগে মুরাদ হোসেনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে। ওই দিন রাতেই তাঁকে কলাবাগানের বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ এলিনা)

বহুল আলোচিত দ্রুত বিচার আইন স্থায়ী করার লক্ষ্যে সংসদে বিল উত্থাপন

বহুল আলোচিত 'দ্রুত বিচার আইন' ধাপে ধাপে কার্যকর না করে এটিকে স্থায়ী আইন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বিল উত্থাপন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ ফেব্রুয়ারি) বিলটি সংসদে উত্থাপন করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন। ২০০২ সালে প্রথম দুই বছরের জন্য আইনটি প্রণয়ন করা হয়। পরে সাত ধাপে আইনের মেয়াদ বাড়ানো হয়। সর্বশেষ ২০১৯ সালে আইনটি সংশোধন করে এর মেয়াদ বাড়ানো হয়। এ বছরের ৯ এপ্রিল এই আইনের মেয়াদ শেষ হবে। বিলে আইনটিকে স্থায়ী করা ছাড়া অন্য কোনো সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়নি। তাই আইনের বিদ্যমান সব ধারা এখনকার মতোই থাকবে। বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, চাঁদাবাজি, যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, যানবাহনের ক্ষতিসাধন, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ধ্বংস, ডাকাতি, দস্যুতা, সন্ত্রাস ও

নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি, টেন্ডার ক্রয় এবং দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে দ্রুত বিচারের স্বার্থে ২০০২ সালে দ্রুত বিচার আইন প্রণয়ন করা হয়। আইনটি প্রণয়নের সময় এর মেয়াদ ছিল ২ বছর। পরে প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, এর মেয়াদ পর্যায়ক্রমে ৭ বার বাড়ানো হয়। সর্বশেষ মেয়াদ বাড়ানো হয় ১০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে। যা ৯ এপ্রিল, ২০২৪ এ শেষ হবে। দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অধিকতর উন্নতির জন্য মেয়াদ শেষে বারবার মেয়াদ বৃদ্ধি না করে এই আইনকে একটি স্থায়ী আইন করা প্রয়োজন। সংসদে বিরোধী দলের চিফ হুইপ ও জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য মুজিবুল হক চুন্নু বিলটি উত্থাপনের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, ২০০২ সালে বিএনপি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) যখন আইনটি পাস করে তখন আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দল এর সমালোচনা করেছিল। তিনি বলেন, আইনের নাম দ্রুত বিচার আইন হলেও আদালতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খুব কম মামলাই নিষ্পত্তি হচ্ছে। মুজিবুল হক আরও বলেন, গ্রেপ্তারের সময়ই আইনটি বিবেচনা করা হয়। এই আইন নিয়ে সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও সাধারণ মানুষ বা প্রতিপক্ষকে হয়রানি করার সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, "আজকে আপনারা (আওয়ামী লীগ) ক্ষমতায়, কাল যদি অন্য কেউ ক্ষমতায় আসে তাহলে এই আইনের মাধ্যমে আপনারাও হয়রানির শিকার হবেন।„ আইনটি স্থায়ী না করার দাবি জানিয়ে মুজিবুল হক বলেন, প্রয়োজনে এক বা দুই বছরের জন্য মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে। "আপনাদেরও (আওয়ামী লীগ) কষ্ট হবে, জনগণও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।„ জবাবে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, এটা যখন করা হয় তখন তারা প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেন, "আমি বলতে চাই, ২০০২ সালে যখন এই আইনটি করা হয়, তখন আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দলগুলোকে নিপীড়ন করার উদ্দেশ্য ছিল বিএনপির। কিন্তু সংসদ সদস্যরা যদি দেখেন গত ১৫ বছরে এই আইন কীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, তাহলে তাঁর (মুজিবুল হক) বক্তব্য সঠিক নয়।„ আনিসুল হক বলেন, দ্বিতীয়ত, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এই আইন প্রয়োজন। এই আইন থাকায় গত ১৫ বছরে খুব বেশি অশান্তি হয়নি। "২০০৬ সাল পর্যন্ত এই আইন শুধু রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এটি রাজনৈতিক কর্মী বা নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়নি। অনেক ধরনের সহিংসতা, বিশৃঙ্খলা রোধ করা হয়েছে এই আইনের মাধ্যমে। তাই এই আইনকে চিরস্থায়ী করা উচিত।„ পরে বিলটি পরীক্ষা করে দুই দিনের মধ্যে সংসদে প্রতিবেদন দিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়।

উল্লেখ্য, এ বছরের ২৯ জানুয়ারি আইনটির মেয়াদ না বাড়িয়ে স্থায়ী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। সেদিন মন্ত্রিসভাযর বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর বৃহস্পতিবার বিলটি সংসদে উত্থাপন করা হলো। সর্বশেষ ২০১৯ সালের ১০ জুলাই আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পাল্টাপাল্টি বিরোধিতার মধ্য দিয়ে বহুল আলোচিত `আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুতবিচার) (সংশোধন) বিল- ২০১৯, জাতীয় সংসদে পাস হয়েছিল। এই বিলের মেয়াদ ছিল পাঁচ বছর। যা এ বছরের ৯ এপ্রিল শেষ হবে। সেদিন বিল পাসের আগে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি একে অন্যের বিরুদ্ধে এই আইনের অপপ্রয়োগের অভিযোগ আনে। সেদিন বিএনপির সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদ বলেছিলেন, এই বিলটিকে নিপীড়নকারী বিল হিসেবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন ছিল। বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ–সংবলিত বিবৃতিতে যেসব অপরাধ দমনের কথা বলা হয়েছে, এসব কাজের সঙ্গে সরকারি দলের লোকজন জড়িত। কিন্তু চাঁদাবাজি, ছিনতাইয়ের মতো এসব অপরাধে এই আইন সরকারি দলের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হয়েছে, তার প্রমাণ নেই। এই আইনে শুধু বিএনপির নেতা-কর্মীদের নামে মিথ্যা, ভুয়া মামলা দেওয়া হয়েছে। (ব্যারিস্টার) মইনুল হোসেন, (আমার দেশ সম্পাদক) মাহমুদুর রহমান আইনের আওতায় থাকা অবস্থায় তাঁদের ওপর নির্মম হামলা করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে এ আইন প্রয়োগ হয়নি। বিএনপির আরেক সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা বলেছিলেন, ২০০২ সালে এই আইনটি সম্পর্কে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী (শেখ হাসিনা) বলেছিলেন, দ্রুত বিচার আইন করা হচ্ছে বিরোধী দলের সদস্যদের শাস্তি দেওয়ার জন্য। সরকারি দলের সদস্যদের ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, গত ১০ বছরে সেটাই দেখা গেছে। বিএনপির নেতা-কর্মীদের নানা রকম হয়রানি করা হয়েছে, মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সরকার এই আইনে এতই মজা পেয়েছে যে, আবার মেয়াদ বাড়াচ্ছে। কিন্তু আইনটিকে স্থায়ী না করে ঠিক নিজের মেয়াদকাল পর্যন্ত এই আইনের মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে। যাতে বিরোধী দলের ওপর নিপীড়ন–নির্যাতন চালানো যায়। এই আইনে বিরোধী দলকে হয়রানি করার অসংখ্য সুযোগ রয়েছে। রুমিন ফারহানা বলেন, এই আইনের কোনো প্রয়োজন আছে কি না, সে বিষয়ে জনমত জরিপ দরকার। তা ছাড়া আইনে যে সময়ে বিচার করার কথা বলা আছে, তাতে ন্যায়বিচার পাওয়ার শঙ্কাও আছে। বিএনপির আরেক সংসদ সদস্য মোশাররফ হোসেন বলেছিলেন, বিএনপিকে দ্রুততম সময়ে নাজেহাল করার জন্য এই আইনের মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে। খুন–ধর্ষণের দিকে নজর না দিয়ে শুধু বিএনপিকে নাজেহাল, মামলা-হামলার দিকে নজর দিচ্ছে সরকার। মনে হয়, যদি বিএনপির কোনো কর্মী সাগরের তলদেশে থাকে সেখান থেকেও নিয়ে আসা সম্ভব। বিএনপির সংসদ সদস্যদের বক্তব্যের জবাবে সেদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, ২০০২ সালে বিএনপির আমলে এই আইন হয়েছিল। তখন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের নামে শত শত মামলা হয়েছিল। বিএনপির নেতা-কর্মীরা লুটপাট করে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের নামে

মামলা দিয়েছিল। তিনি দাবি করেন, বিএনপির নেতা-কর্মীদের নামে দ্রুত বিচার আইনে কোনো মামলা করা হয়নি। অগ্নিসন্ত্রাস, গাড়ি ভাঙচুরের কারণে সম্পদ ধ্বংসের মামলা হয়েছে। জবাবে আসাদুজ্জামান খান বিএনপির উদ্দেশে বলেছিলেন, "জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই আইনে তাদের নামে কয়টা মামলা হয়েছে?„ তিনি বলেন, ২০০৭ সালে তারেক রহমানের নামে এই আইনে মামলা হয়েছিল। কিন্তু ৭ দিনের হেরফেরে তিনি রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন। এই আইনের সুবিধা পেয়ে থাকলে বিএনপিই পেয়েছে।

এদিকে ২০২৩ সালের ১১ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেছিলেন, `গায়েবি, মামলায় দ্রুত সাজা দিতে আইন মন্ত্রণালয়ে বিশেষ শাখা খোলা হয়েছে। তিনি বলেন, "আইন মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ শাখা খোলা হয়েছে, যাদের কাজ হলো বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা ও গায়েবি মামলার তালিকা করে নির্দিষ্ট কিছু মামলার দ্রুত বিচার করে সাজা দিতে আদালতকে নির্দেশ দেওয়া। এই কাজটা শুরু হয়েছে এবং গতকালই (১০ অক্টোবর) ১৫ জন নেতাকে ৪ বছর করে সাজা দেওয়া হয়েছে।„সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল আরও বলেন, জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনের নামে সরকার যা করছে, তা বেআইনি সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি বলেন, পুলিশের পাশাপাশি ডিবি এ ব্যাপারে অধিক তৎপর। স্বাভাবিক দলীয় শান্তিপূর্ণ কর্মকাণ্ড, এমনকি গভীর রাত্রে ঘুম থেকে উঠিয়ে নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করে আগের কোনো গায়েবি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এজাহারভুক্ত অভিযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও জামিন দেওয়া হচ্ছে না। তিনি আরও অভিযোগ করেন, কারাগারে বন্দীদের ওপর নিপীড়ন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি কক্ষে দ্বিগুণ-তিন গুণ বন্দীকে গাদাগাদি করে রাখা হচ্ছে। ১৫ দিন পরও বন্দীদের সঙ্গে আত্মীয়স্বজন দেখা করতে পারেন না। দর্শনার্থীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার নিত্যই ঘটছে। খাবার অতি নিম্নমানের এবং রোগে চিকিৎসা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। অর্থাৎ সব মিলিয়ে নেতা-কর্মীদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী কোনো অপরাধ করলে তিনি অন্তত দুই বছর এবং সর্বোচ্চ সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন। এ ছাড়া দণ্ডপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনকালে সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তির আর্থিক ক্ষতিসাধন করলে সে জন্য আদালত তা বিবেচনা করে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ওই দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আদেশ দিতে পারবেন এবং এই ক্ষতিপূরণের অর্থ সরকারি দাবি হিসেবে আদায়যোগ্য হবে। সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রতিটি জেলায় এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় এক বা একাধিক দ্রুত বিচার আদালত গঠন করতে পারবে। প্রজ্ঞাপনে প্রতিটি দ্রুত বিচার আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিতে পারবে। সরকার বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটকে এই আদালতের বিচারক নিযুক্ত করবে। বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, আদালত এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করবেন। ফৌজদারি কার্যবিধির অধ্যায় ২২–তে বর্ণিত পদ্ধতি, যত দূর প্রযোজ্য হয়, তা অনুসরণ করবেন। এ ছাড়া এই আইনের অধীন কোনো অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি হাতেনাতে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে বা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে ধরা হয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হলে, পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক রিপোর্টসহ তাঁকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করবে। পরবর্তী সাত কার্যদিবসের মধ্যে অপরাধ সম্পর্কে আদালতে রিপোর্ট বা অভিযোগ পেশ করবে এবং আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে ওই রিপোর্ট বা অভিযোগ পাওয়ার তারিখ থেকে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি হাতেনাতে ধরা না পড়লে, অপরাধ সংঘটনের পরবর্তী সাত কার্যদিবসের মধ্যে ধারা ৯(২) এর অধীন রিপোর্ট বা অভিযোগ দাখিল করতে হবে। এই রিপোর্ট বা অভিযোগ দায়েরের পরবর্তী ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে (ধারা ১১ এর বিধান সাপেক্ষে) আদালত বিচারকার্য সম্পন্ন করবেন। এ ছাড়া এই আইনের অধীন [(৪) উপধারা (২) ও (৩) এ যা কিছুই থাকুক না কেন] কোনো অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ধরা না হয়ে (উপধারা (২) এ উল্লিখিতভাবে) অন্য কোনোভাবে ধরা হলে বা আদালতে আত্মসমর্পণ করলে, এই অপরাধের বিষয়ে, যত দ্রুত সম্ভব, রিপোর্ট বা অভিযোগ দাখিল করতে হবে। এবং আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে এই রির্পোট বা অভিযোগ পাওয়ার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করবেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

আওয়ামী লীগ-বিএনপি একে অপরকে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

দেশ ধ্বংসের মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নে তৎপর বিএনপি, দেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচনের প্রতি তাদের কোনো আস্থা নেই। এই অভিযোগ করেছেন, বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। এদিকে, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মইন খান বলেছেন, জনগণের স্বার্থে আন্দোলন চালিয়ে যাবে তার দল। দেশ ধ্বংসের মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নে তৎপর বিএনপি, দেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচনের প্রতি কোনো আস্থা নেই তাদের, এমনটি

অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। বৃহস্পতিবার সকালে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বিবৃতির নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এসব কথা বলেছেন। কাদের বলেন, সন্ত্রাসী রাজনীতির প্রতিভূ এবং জঙ্গিবাদ-উগ্রবাদের পৃষ্ঠপোষক বিএনপি,র মুখে, মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলা শোভা পায় না। তারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে, সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, যে-কোনো সময়ের তুলনায় দেশের মানুষ এখন অনেক বেশি স্বস্তিতে রয়েছে। এদিকে, বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মইন খান বলেছেন, সরকার আবারও নতুন করে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে, যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। শুধু বিদ্যুৎ নয়, বর্তমানে সকল কিছুর দাম বৃদ্ধি মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে বলেও অভিযোগ করেছেন এই বিএনপি নেতা। তিনি বলেন, এসব বিষয়ে জনগণের স্বার্থে আন্দোলন চালিয়ে যাবে বিএনপি। বৃহস্পতিবার দুপুরে মৎস্যজীবী দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন (স্বকণ্ঠে) : সমস্ত জিনিসের দাম আকাশচুম্বী, মানুষের জীবন ত্রাহী ত্রাহী। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৯.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

পদ্মা-মেঘনা নদীতে আগামী ২ মাস মাছ ধরা নিষেধ, বাস্তবায়নে প্রস্তুত টাস্কফোর্স

বাংলাদেশের চাঁদপুরের পদ্মা ও মেঘনা নদীতে আগামী দুই মাস মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার। ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নে প্রস্তুত রয়েছে টাস্কফোর্স। বাংলাদেশে আজ ২৯শে ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত থেকে চাঁদপুরের পদ্মা ও মেঘনা নদীতে শুরু হচ্ছে সকল প্রকার মাছ শিকারে দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা। আগামী ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত চলবে এই কার্যক্রম। ইতোমধ্যে মেরামত করতে অনেক জেলেই ডাঙ্গায় তুলেছেন তাদের নৌকা ও জাল। তবে জেলেদের দাবি, নিষেধাজ্ঞার সময়ে সরকারি খাদ্য সহায়তা খুবই কম। তার উপর রয়েছে ঋণের কিস্তির বোঝা। অপরদিকে অভয়াশ্রম বাস্তবায়নে সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন নদী উপকূলীয় জেলার টাস্কফোর্সে কর্মকর্তারা। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও নদীতে জাটকার নিরাপদ বিচরণ নিশ্চিতে ২০০৬ সাল থেকে মার্চ-এপ্রিল দুই মাস নদীতে সকল প্রকার মাছ শিকার নিষিদ্ধ করে সরকার। নিষেধাজ্ঞার এই সময়ে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলা থেকে হাইমচর চরভৈরবী পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার এলাকায় জাল ফেলা, মাছ আহরণ, ক্রয়-বিক্রয়, মজুদ ও পরিবহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এজন্য অভয়াশ্রম বাস্তবায়নে নিবন্ধিত জেলেদের দেয়া হচ্ছে সরকারি খাদ্য সহায়তা। প্রতি জেলে পাচ্ছে চার কিস্তিতে ১৬০ কেজি চাল। তবে শুধু চাল দিয়ে সংসার চালানো কষ্টের হবে বলে জানিয়েছেন জেলেরা। তাই খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি আর্থিক সহায়তাও দাবি করছেন তারা। জনৈক জেলে (এক) (স্বকণ্ঠে) : সরকার অভিযান দিছে, আমরা অভিযান মানি। কিন্তু সরকার যে চাল দেয় ওই চলে আমাদের হয় না। জনৈক জেলে (দুই) (স্বকণ্ঠে) : আমাদের যদি চালের সাথে সাথে কিছু টাকা দিত তাহলে আমাদের জেলেদের ভালো হতো। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে নৌকা ও জাল মেরামতের কাজ করেন অধিকাংশ জেলে। নিষেধাজ্ঞার দুই মাস সংসারের খরচ চালিয়ে কিস্তি পরিশোধ করা তাদের জন্য মরার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়াবে। তাই অভিযানে ঋণের কিস্তি বন্ধের দাবি তাদের। জনৈক জেলে (এক) (স্বকণ্ঠে) : সরকার যদি দুই মাসের জন্য কিস্তিটা বন্ধ করত তাহলে আমাদের জন্য উপকার হত। অভয়াশ্রমে অসাধু জেলেরা যাতে কোনোভাবেই নদীতে নামতে না পারেন সেজন্য অতিরিক্ত নৌ পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হবে। জানিয়েছেন চাঁদপুর নৌ অঞ্চলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (স্বকণ্ঠে) : পরিকল্পনা করেছি যে, ওইখানে একটা ভ্রাম্যমান নৌ পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করব, যাতে আমরা আরও অধিক সফলতার সাথে ওইসব জায়গায় অভিযান পরিচালনা করতে পারি। নিষেধাজ্ঞার দুই মাস জেলেদের ঋণের কিস্তি বন্ধ রাখার লক্ষ্যে সকল এনজিও সংস্থাকে চিঠি দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা গোলাম মেহেদী হাসান(স্বকণ্ঠে) : সকল ঋণ প্রদানকারী সংস্থাকে আমরা জেলা টাস্কফোর্সের পক্ষে আমাদের জেলা প্রশাসক মহোদয় একটা করে চিঠি দিবেন কোন ধরনের কিস্তি যেন না আদায় করা হয়।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৯.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখছে হামাস

হামাসের রাজনৈতিক নেতা বলেছেন ইসরায়েল এবং মধ্যস্থতাকারীদের উত্থাপিত যুদ্ধবিরতি ও জিম্মিদের মুক্তি দেয়ার একটি প্রস্তাব দলটি বিবেচনা করে দেখছে। বুধবার দোহায় ইসমাইল হানিয়েহ বলেন, "আলোচনায় দেখানো যে-কোনো ধরনের নমনীয়তা হচ্ছে আমাদের জনগনের রক্ত রক্ষা করা এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়ার নির্মম এই যুদ্ধে তাদের বেদনা ও ত্যাগ স্বীকারের অবসান ঘটাতে আমাদের করা অঙ্গীকার।" কাতার-সহ অন্যান্য মধ্যস্থতাকারীদের সহায়তায় দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি আলোচনা অব্যাহত আছে। প্রস্তাবের খসড়ায় দৃশ্যত হামাসের ৪০ জন জিম্মিকে মুক্তি দেয়ার বিনিময়ে প্রায় ৪০০ জন আটক ফিলিস্তিনিকে ইসরায়েলের ছেড়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ রয়েছে এবং মার্চ মাসের ১০ তারিখের দিকে শুরু হতে যাওয়া মুসলমানদের পবিত্র রমজান মাসের মধ্যে সেই প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে-

এর লক্ষ্য। এদিকে মস্কো ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বদানকারী ফাতাহ এবং হামাস-সহ ফিলিস্তিনি সংগঠনগুলোর জন্য বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে যাওয়া একটি বৈঠকের আয়োজন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। অংশগ্রহণকারীরা ফিলিস্তিনের বিভিন্ন দলের মধ্যে সহযোগিতা ও সেই সাথে মানবিক সাহায্য এবং গাজা ভূখণ্ডের যুদ্ধে একটি বিরতি টানা নিয়ে আলোচনা করবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ভূখণ্ডের মানবিক সংকটের আরও অবনতি ঘটছে। জাতিসংঘের মানবিক বিষয়াবলী সমন্বয়ের কার্যালয় বলছে গাজার মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ, ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার মানুষ এখন দুর্ভিক্ষ থেকে এক ধাপ দূরে অবস্থান করছেন। ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বলছে, কয়েক মাস ধরে চলা সংঘাতে বুধবার পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা ২৯,৯৫৪তে দাঁড়ায়। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

`ড. ইউনূসের মামলা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে জাতিসংঘ,

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে করা মামলা জাতিসংঘের বাংলাদেশ কার্যালয় খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টেফান ডুজারিক এ কথা জানান। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে করা মামলা জাতিসংঘের বাংলাদেশ কার্যালয় খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টেফান ডুজারিক এ কথা জানান। বুধবার (২৮শে ফেব্রুয়ারি) জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্রের কার্যালয়ের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। ব্রিফিংয়ে উপস্থিত এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ``বাংলাদেশে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বর্তমান পরিস্থিতি জাতিসংঘ কীভাবে পর্যবেক্ষণ করছে?'' জবাবে জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টেফান ডুজারিক বলেন, ``বাংলাদেশে জাতিসংঘের যে কার্যালয় রয়েছে, তারা গভীরভাবে ড. ইউনূসের এই মামলা পর্যবেক্ষণ করছে। অধ্যাপক ইউনূস জাতিসংঘের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু। তার ক্যারিয়ারের পুরোটা সময় জুড়েই তিনি আমাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।'' (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৯.০২.২০২৪ রিহাব)

ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ - সাংবাদিক প্রহার, নেতার গলায় ফুলের মালা

সিরাজগঞ্জে নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে উত্যক্ত করতো কয়েকজন বখাটে। ছাত্রীর বাবা এর প্রতিবাদ করায় বখাটেরা তাকে মারধর করে। বখাটেদের পক্ষে এগিয়ে আসেন এক কলেজ শিক্ষক ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা। ওই শিক্ষকসহ বখাটেদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের ছাড়িয়ে নিতে কলেজ শিক্ষার্থীদের এনে দাঁড় করানো হয় থানার সামনে। তা সত্ত্বেও পুলিশ আসামিদের আদালতে পাঠায়। ওইদিনই জামিনে মুক্তি পান কলেজ শিক্ষক। এরপর থানা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এনে তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন আওয়ামী লীগের নেতারা। সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলার এনায়েরতপুরে একটি স্কুলের ইভ টিজিংয়ের শিকার ছাত্রীর বাবা স্থানীয় সাংবাদিক মো. খোরশেদ আলম ওরফে বাবু মির্জা ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমার মেয়ে কেজির মোড়ের আইসিএল স্কুলের নবম শ্রেণিতে পড়ে। স্থানীয় বখাটে আজিজুল হক হৃদয় আমার মেয়েকে স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে উত্যক্ত করতো। মেয়ে আমাদের জানালে আমি নিজে হৃদয়ের অভিভাবকদের কাছে অভিযোগ করেছি। স্কুল কর্তৃপক্ষকেও জানিয়েছি। কিন্তু তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।„ তিনি আরো বলেন, ``গত মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মেয়ে স্কুল থেকে ফেরার পথে একজন নারীকে দিয়ে কৌশলে আমার মেয়েকে ডেকে নেয় হৃদয়। ওই দিন তার গায়েও হাত দেয়। মেয়ে দৌড়ে পাশে আমার ভাইয়ের ফার্মেসিতে গিয়ে ঘটনা জানায়। খবর পেয়ে আমি ছুটে যাই। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি, বখাটেরা বসে আছে। আমি ঘটনার প্রতিবাদ করি। এর মধ্যে সেখানে আসেন খামারগ্রাম ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ও এনায়েতপুর থানা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক রাশেদ উদ্দিন ভূঁইয়া। তিনি হৃদয়ের আত্মীয়। তার নির্দেশেই বখাটেরা আমাকে মারধর করে।„ আমি অল্প দূরে আমার বোনের বাসায় আশ্রয় নিয়ে এসপিকে ফোন করি। তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠান। ঘটনাস্থল থেকেই পুলিশ রাশেদ, হৃদয় এবং রোকন ভূঁইয়া ও আশরাফুল ইসলামকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে আমি তাদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছি, যদিও মামলা প্রত্যাহারের জন্য অব্যাহতভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে। তাদের ভয়ে আমি বাড়িতে যেতে পারছি না।„

মঙ্গলবার বিকেলের এই ঘটনায় স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতারাও জড়িয়ে পড়েন। মামলা না করা, আসামীদের ছেড়ে দেওয়াসহ নানা ধরনের তদবির চলে রাতভর। কিন্তু পুলিশ তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকায় রাতে কোনো সমাধান হয়নি। সকালে স্থানীয় ছাত্রলীগের উদ্যোগে খামারগ্রাম ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থীদের থানার সামনে আনা হয় বলে মনে করছেন কলেজের অধ্যক্ষ হায়দার আলী। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "ওই দিন আমি কলেজে ছিলাম না। আমার ধারণা, স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতারা শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করে থানায় নিয়ে গেছে। ওই দিন কলেজে টেস্ট পরীক্ষা ছিল। পরে আমরা পরীক্ষা বাতিল করেছি। এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতি সম্পৃক্ত হয়ে গেছে বলে আমরা দূরে আছি।„ `অভিযুক্ত, শিক্ষককে ছাড়াতে কেন আওয়ামী লীগের নেতারা ভূমিকা রাখলেন জানতে চাইলে এনায়েতপুর থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী ডয়চে ভেলেকে বলেন, "বিষয়টি যেভাবে প্রচার করা হচ্ছে, আসলে তেমন নয়। ওইদিন

ইভটিজিংয়ের কোনো ঘটনাই ঘটেনি। যে শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিনি আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক। এই ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িত নন। মধ্যস্থতা করার জন্য তিনি গিয়েছিলেন।„ কোনো ঘটনাই যদি না ঘটে, তাহলে তাকে মধ্যস্থতার জন্য কেন যেতে হলো? এর জবাবে তিনি বলেন, "হৃদয় নামে ছেলেটার বিয়ে ঠিক হয়েছে। ওই বিয়ে ভাঙার চেষ্টা করছে ওই মেয়ে। এগুলো নিয়েই সামান্য তর্কাতর্কি হয়েছে। অথচ মেয়ের বাবা সাংবাদিক বলে প্রভাব খাটিয়ে উল্টো রাশেদকেই গ্রেপ্তার করিয়েছে। তিনি যেহেতু নির্দোষ, তাই জামিনে মুক্তির পর আমরা তাকে ফুলের মালা দিয়েছি।„ থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী অভিযুক্ত হৃদয়ের বিয়ের তথ্য দিলেও অন্যদের সঙ্গে কথা বলে এর সত্যতা পাওয়া যায়নি। হৃদয় খামারগ্রাম ডিগ্রি কলেজের ছাত্র। রাশেদ উদ্দিন ভূঁইয়ার আত্মীয় হলেও হৃদয়ের বিয়ের কথা তিনিই (রাশেদ উদ্দিন ভূঁইয়া) জানেন না। আজগর আলী ইভটিজিংয়ের কথা অস্বীকার করলেও আইসিএল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শহীদুল ইসলাম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "মেয়েটিকে যে উত্যক্ত করা হতো এটা আমরাও জানতাম। শুধু ওই মেয়েটি নয়, আর কিছু মেয়েকেও উত্যক্ত করা হতো। যেহেতু ঘটনাস্থল স্কুল থেকে অনেক দূরে, ফলে আমরা কোনো ব্যবস্থা নিতে পারিনি। আমাদের স্কুলে ১৫টি গ্রামের শিক্ষার্থীরা পড়ে। স্কুলের মধ্যে কিছু হলে তখন আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি।„ তবে এই উত্যক্ত করার বিষয়টি অনেকেই জানতেন বলে স্বীকার করেন তিনি। ঘটনাস্থলে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে খামারগ্রাম ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ও এনায়েতপুর থানা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক রাশেদ উদ্দিন ভূঁইয়া ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমি অসুস্থ। হাসপাতালে ছিলাম। আমাকে মীমাংসার কথা বলে ডাকা হয়েছে। এখানে যে, নারীঘটিত বিষয় আছে, সেটাও আমি জানতাম না। ঘটনাস্থলে মোটর সাইকেল থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পুলিশ আটক করে।„ মেয়েটির পরিবারের সঙ্গে কোনো বিরোধ আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি প্রথমে বলেন, "আমার সামাজিক অবস্থানের কারণে ঈর্শ্বান্বিত হয়ে তারা এই কাজ করতে পারে।„ পরে আবার বলেন, "দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের জমি নিয়ে বিরোধ আছে।„ তবে প্রধান অভিযুক্ত আজিজুল হক হৃদয় যে তার আত্মীয়, সেটা স্বীকার করেন রাশেদ উদ্দিন ভূঁইয়া।

মঙ্গলবার রাতে মামলা করার পর বুধবার দুপুরে গ্রেপ্তার ৪ জনকে আদালতে হাজির করা হয়। তাদের মধ্যে শিক্ষক রাশেদ উদ্দিন ভূঁইয়া জামিনে মুক্তি পান। অন্য তিনজনকে আদালত কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। জামিনে মুক্তি পাওয়ার পরই রাশেদকে থানা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে নিয়ে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। সেখানে স্থানীয় আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। নবম শ্রেণির ওই শিক্ষার্থীর চাচাতো ভাই ও স্থানীয় একটি টেলিভিশনের সাংবাদিক স্বপন মির্জা ডয়চে ভেলেকে বলেন, "রাশেদ ভূঁইয়াকে যখন থানা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় তখন তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এজাহারে থাকা ৫ নম্বর আসামী মো. মন্টু। থানা থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে আওয়ামী লীগের কার্যালয়। তারপরও পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেনি। এখন আমরাই চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন পার করছি। ওরা তো মামলার পর স্থানীয় লোকজন ও শিক্ষার্থীদের জোর করে এনে রাস্তা অবরোধ ও থানা ঘেরাও করে আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ওরা আমাদের নামে এখন দুর্নাম ছড়াচ্ছে।„ ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে এনায়েতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবদুর রাজ্জাক ডয়চে ভেলেকে বলেন, "ঘটনার খবরটি জেনে আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছি। ঘটনাস্থল থেকে আমরা চারজনকে আটক করেছি। আমাদের প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা মিলেছে। এখন আমরা অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছি। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সব আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হবে। এখানে কারো রাজনৈতিক পরিচয় আমাদের কাছে বিবেচ্য নয়। অভিযোগ যার বিরুদ্ধেই হোক তাদের আসামি করা হবে।„ শিক্ষকের ফুলের মামলা দিয়ে বরণ করার অনুষ্ঠানে একজন আসামি উপস্থিত ছিলেন। তার বিষয়ে জানতে চাইলে ওসি বলেন, "এই ধরনের কোনো তথ্য আমাদের কাছে ছিল না। আমরা তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছি।„

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৯.০২.২০২৪ রিহাব)

হিজাব না পরায় ৯ ছাত্রীর চুল কেটে বহিষ্কৃত শিক্ষক

মুন্সিগঞ্জের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব না পরায় ৯ জন ছাত্রীর চুল কেটে দেন এক শিক্ষক। অভিযুক্ত শিক্ষক রুনিয়া সরকারকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে উপজেলা প্রশাসন জানতে পেরেছে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের ইউনিফর্মের সঙ্গে হিজাব পরা বাধ্যতামূলক। বুধবার মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার সৈয়দপুর আব্দুর রহমান স্কুল অ্যান্ড কলেজে হিজাব না পরায় ক্লাসেই ৯ শিক্ষার্থীর চুল কেটে দেয়া হয়। ৯জন শিক্ষার্থীই ৭ম শ্রেণির ছাত্রী। সিরাজদিখান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাব্বির আহমেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "বৃহস্পতিবার আমি নিজে স্কুলের প্রধান শিক্ষক, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান এবং শিক্ষা কর্মকর্তাকে নিয়ে সরেজমিন তদন্ত করেছি। তদন্ত করে ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার পর বিজ্ঞান শিক্ষক রুনিয়া সরকারকে সাময়িক বরখাস্ত (সাসপেন্ড) করেছি। তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রতিবেদন দেয়ার পর তাকে চাকরিতে রাখা হবে কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন জেলা প্রশাসক।„ তিনি বলেন, "আমি শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে বাসায় গিয়ে কথা বলেছি। তাদের চুল ক্লাসেই কাঁচি দিয়ে কেটে দেয়া হয়েছে হিজাব না পরায়।

তাদের বকাঝকাও করা হয়েছে। আর ওই কলেজের মেয়েদের ড্রেস কোডে হিজাব পরার নির্দেশনা আছে। তারা আমাকে জানিয়েছেন; নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইউনিফর্মের সঙ্গে তারা হিজাব রেখেছেন,„ বলেন ইউএনও।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ড্রেস কোডে হিজাব রাখা যায় কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন," প্রত্যেক স্কুলেরই তো ড্রেস কোড থাকে। তো ওনাদের এখানে চেক করে দেখলাম ড্রেস কোডে হিজাব আছে। সে যা-ই হোক, হিজাব না পরার কারণে তো আর চুল কেটে দিতে পারে না।„ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ মো. ফরিদ আহমেদ দাবি করেন, "হিজাব পরার মৌখিক নির্দেশনা আছে। কোনো লিখিত নির্দেশনা নেই। নীতি-নৈতিকতার কারণে আমরা হিজাব পরতে বলি। তবে বাধ্যতামূলক নয়। ২০-২৫ ভাগ পরে না।„ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ড্রেসে হিজাব বাধ্যতামূলক করা যায় কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "সেই কারণেই তো আমরা শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। ছাত্রীরা বা অভিভাবকরা কোনো অভিযোগ করেননি। আমরাই ব্যবস্থা নিয়েছি।„ তবে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বুধবার দুপুরের পর ক্লাসে চুল কেটে দেয়ার পরপরই শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষকে জানালে তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। তিনি তখন `সামান্য' ঘটনা বলে উড়িয়ে দেন। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সাংবাদিকরা জানালে অধ্যক্ষ তৎপর হন। নাসিমা বেগম নামে একজন অভিভাবক বলেন," তাদের পুরো মাথার চুলে যেমন খুশি তেমন কাঁচি চালিয়েছেন ওই শিক্ষক। ফলে তারা এখন ওইভাবে বাইরেও বের হতে পারছে না। আমি বাসায় আমার মেয়ের চুল কেটে সাইজ করে দিয়েছি। চুল কাটার সময় তারা কান্নাকাটি করে ও শিক্ষকের পা ধরেও রেহাই পায়নি। তদের একাধিক হিজাব না থাকায় কেউ কেউ ধুতে দিয়েছিল। কয়েকজন ভুলে হিজাব পরেনি। এসব বলেও কাজ হয়নি। তারা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফেরে।„ তিনি আরো বলেন, "চুল কাটার সময় তাদের উপহাস করা হয়, হাসাহাসি করা হয়। এতে মেয়েরা লজ্জা পেয়ে আরো কান্নাকাটি করে। অন্য কোনো শিক্ষকও চুল কাটা থামাতে আসেনি। বাসায় আসার পর ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিকে আমি জানিয়েছি।„ কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি গোলাম মাহমুদ বলেন," আমাদের প্রতিষ্ঠানে সহ-শিক্ষা। কয়েক বছর আগে একটি প্রেমের ঘটনা ঘটে। তখন থেকে আমরা মেয়েদের হিজাব পরতে উৎসাহিত করি। আমরা চাই সবাই হিজাব পরুক, কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। তবে কেউ গয়না পরতে পারবে না। এতে অনেক ঝামেলা হয়।„ তবে তিনি স্বীকার করেন, "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইউনিফর্ম হিসাবে হিজাব বাধ্যতামূলক করা যায় না।„ উপজেলা শিক্ষা অফিসার মিজানুর রহমান স্পষ্ট করেই বলেন, "ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানেজিং কমিটি শিক্ষার্থীদের নীতি-নৈতিকতা শিখাতে ইউনিফর্ম হিসেবে হিজাব বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু হিজাব নিয়ে ওখানে যে বাড়াবাড়ি হয়েছে, তা আমি আর কোথাও দেখিনি।„ তবে আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি দাবি করেন," শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ড্রেসকোড কেমন হবে তা নিয়ে সরকার বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো নির্দেশনা আছে বলে আমরা জানা নাই।„ অভিযুক্ত শিক্ষক রুনিয়া সরকারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলে তিনি প্রথমে ফোন ধরেননি, পরে একসময় ফোন বন্ধই করে দেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক স্নিগ্ধা রেজওয়ানা মনে করেন, "এই যে হিজাব পরার জন্য চাপ, এটার মধ্যে পর্দার চেয়ে রাজনীতি কাজ করে বেশি। এটা হলো ইসলামাইজেশনের রাজনীতি। ক্ষমতার রাজনীতি। রাজস্থানের মানুষ ঐতিহাসিকভাবে পর্দা করে। বাঙালি মেয়েরাও পর্দা করে নিজস্ব পদ্ধতিতে। হিজাব দিয়ে ইসলামাইজেশন করা- এটা পলিটিক্যাল মুভমেন্টের অংশ। এটা ওই শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিষয় বলে আমি মনে করি না। আপনি খেয়াল করবেন, এখন গ্রামের হাটবাজারে, কৃষকের বাজারে গত ৫-১০ বছরে নারীদের অংশগ্রহণ বিপুলভাবে হ্রাস পেয়েছে। আবার ২০১১ সাল থেকে যাত্রাপালা বন্ধ আছে। এখন ব্যাপক ওয়াজ হয়। যাদের এগুলো নিয়ে কথা বলার কথা, তারা বলে না। তারা নানা হিসাব করেন।„ তার কথা, "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইউনিফর্মে হিজাব তো চাপিয়ে দেয়া যায় না। এটা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কথা বলার কথা। কিন্তু তারা তো কথা বলছে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ভর্তি পরীক্ষা চলছে। আমি তো পরীক্ষার্থীদের মুখমণ্ডল স্পষ্টভাবে দেখতে চাই। এখানে আইডেন্টিফিকেশনের ব্যাপার আছে। আমি লিখিভাবে জানিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো জবাব পাইনি। এটা শুধু এখানে নয়, অন্যান্য জায়গায়ও হচ্ছে।„ আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াজ বলেন, "হিজাব পরার নির্দেশনা সরকার দেয়নি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও দেয়নি। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ধর্মীয় পোশাক ইউনিফর্মের অংশ হতে পারে না। কেউ পরতে চাইলে পরতে পারেন। কিন্তু আমি আজকাল এটা নিয়ে অসহিষ্ণুতা দেখি। যারা হিজাব পরে না তাদের অপদস্থও করা হয়। আবার হিজাব পরলেও তারা একই পরিস্থিতির শিকার হন। পোশাকের স্বাধীনতা থাকা উচিত। এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে।„ তার কথা, "আমাদের সমাজে এই সময়ে ধর্মীয় গোড়ামি আবার বাড়ছে। এটা নানা ফর্মে আমরা দেখতে পাচ্ছি।„

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৯.০২.২০২৪ রিহাব)

ঢাকার বেইলি রোডে আগুনে ৪৬ জনের মৃত্যু, আশঙ্কাজনক ১২ জন

বাংলাদেশের রাজধানীর বেইলি রোডে একটি ছয়তলা ভবনে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৪৬ জন মারা গেছেন। চিকিৎসাধীন ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাংলাদেশে ডয়চে ভেলের কনটেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টার জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ৫০ মিনিটে ভবনটিতে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজ করে। রাত ১১টা

৫০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে শুক্রবার সকালেও ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট সেখানে কাজ করছে। শুক্রবার সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ``বেইলি রোডে আগুনের ঘটনায় ৪৬ জন মারা গেছেন।,,
মন্ত্রী আরও বলেন, ``আগুনে দগ্ধ ১২ জন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তাদের সবার অবস্থা আশঙ্কাজনক।। কারণ তাদের শ্বাসনালী পুড়ে গেছে। ১০ জন শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন। ঢাকা মেডিকেল কলেজে দুইজনের চিকিৎসা চলছে।''তিনি জানিয়েছেন, যারা মারা গেছেন, তাদের বেশিরভাগেরই শ্বাসনালীতে ধোয়া ঢুকে যাওয়ার কারণেই মৃত্যু হয়েছে। ডেইলি স্টার জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা ৪৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার এরশাদ হোসাইন বলেছেন, পোড়া জায়গা থেকে এখনো আগুন লাগার ঝুঁকি আছে। তাই সর্তকতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট সেখানে কাজ করছে।
রাত দেড়টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাইন উদ্দিন জানান, ফায়ার সার্ভিস ভবনটি থেকে তিন জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে। ফায়ার সার্ভিস মহাপরিচালক বলেন, ``আমাদের ১৩টি ইউনিট আগুন নির্বাপণে কাজ করে। আমরা ৩ জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করি। ৪২ জনকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করেছি এবং জীবিত অবস্থায় ৭৫ জনকে উদ্ধার করেছি।,, ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা মোহাম্মদ শিহাবের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে বিরিয়ানির রেস্টুরেন্ট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে তা দ্রুত অন্য তলাগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। এসময় অনেক মানুষ ভবনে আটকা পড়েন। অগ্নিনির্বাপণকর্মীরা দুই ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নেভাতে সক্ষম হন বলে জানান তিনি। একটি রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার সোহেল এএফপিকে বলেন, ``প্রথম যখন সিঁড়িতে আগুন দেখি তখন আমরা ছয় তলায় ছিলাম। অনেক মানুষ সিঁড়িতে ভিড় করেন। আমরা পানির পাইপ দিয়ে নিচে নামার চেষ্টা করি। উপরের তলা থেকে লাফ দিতে গিয়ে অনেকে আহত হন।,,ফায়ার সার্ভিস বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভবনের ভেতর থেকে তাদের কর্মীরা ৭৫ জনকে জীবিত উদ্ধারে সক্ষম হয়েছেন। ভবনটিতে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট ছাড়াও পোশাক ও মোবাইল ফোনের দোকান ছিল বলে জানা গেছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

শ্রম আইন লঙ্ঘন মামলার রায় বাতিল চেয়ে আপিল করবেন ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস

শ্রম আইন লঙ্ঘন মামলার রায় বাতিল চেয়ে আপিল করবেন নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনুস। সেই সঙ্গে আগামী রোববার শ্রম আপিল ট্রাইবুনালে সশরীরে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করে জামিনও চাইবেন তিনি। বৃহস্পতিবার ডক্টর ইউনুস-এর আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ কালে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস-সহ চারজন আগামী রোববার সকাল দশটার সময় আপিল আদালতে হাজির হবেন। কারণ সেদিন তাদের এক মাসের জামিনের মেয়াদ শেষ হবে। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ২৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

নাশকতার ছয় মামলায় ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি-সহ ৬০ জনকে আগাম ৬ সপ্তাহের জামিন

নাশকতার ৬ মামলায় ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার আবু আশফাক-সহ বিএনপি'র ৬০ জন নেতাকর্মীকে ৬ সপ্তাহের আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কাজী ইবাদত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন।
(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ২৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

ভিকারুন্নেসা ন্যূন স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক মুরাদ হোসেনের যৌন হয়রানির সত্যতা পাওয়া গেছে

ভিকারুন্নেসা ন্যূন স্কুল এন্ড কলেজের আজিমপুর শাখার গণিত বিষয়ের শিক্ষক মুরাদ হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি করেন ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার খন্দকার মোহিদ উদ্দিন। তিনি বলেন শিক্ষক মুরাদ হোসেন কোচিং সেন্টারে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীকে জোরপূর্বক যৌন হয়রানি করতেন। গ্রেপ্তারের সময় জব্দ হওয়া মোবাইল ও ল্যাপটপ-সহ বিভিন্ন আলামত পর্যালোচনা করে এর প্রমাণ মিলেছে। এছাড়া বেশ কিছু অডিও রেকর্ড-সহ একাধিক ছাত্রীর সাথে আপত্তিকর কথোপকথনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ২৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ নবীরুল ইসলাম প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেন। বাড়তি বিদ্যুতের মূল্য ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই গ্রাহককে পরিশোধ করতে হবে।
(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ২৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

আইনজীবী সমিতির কার্যকরী কমিটির নির্বাচনে ভোট গ্রহণ ঘিরে জজকোর্ট চত্বরে ককটেল বিস্ফোরণ

আইনজীবী সমিতির ২০২৪-২৫ কার্যকরী কমিটির নির্বাচনের ভোট গ্রাহণ ঘিরে জজকোর্ট চত্বরে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে কোর্ট চত্বরে এই ঘটনা ঘটে এর আগে নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়। জাল ভোট দেয়ার অভিযোগ এনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত বর্তমান কমিটির নেতারা ভোট কেন্দ্রে এসে জোরপূর্বক ভোটগ্রহণ স্থগিত করান বলে অভিযোগ বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের। এ সময় ব্যালট ছিনতাইয়েরও ঘটনা ঘটে। পরে ভোট গ্রহণ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। এছাড়া ঘটনার সময় হাতাহাতি ঠেলাঠেলিতে বিএনপি সমর্থিত কয়েকজন আইনজীবী আহত হয়েছেন বলেও দাবি করেন তারা।
(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ২৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টকে ৫০ কোটি টাকা জমা দিয়ে আপিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টকে ৫০ কোটি টাকা জমা দিয়ে আপিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। বিচারপতি মোহাম্মদ খুরশিদ আলম সরকার ও বিচারপতি সরদার মোহাম্মদ রাশেদ জাহাঙ্গীরের সই করা হাইকোর্টের ২৪ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ সেই রায়ের অনুলিপি প্রকাশ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেছেন এই রায়ের বিরুদ্ধে তারা আপিল আবেদন করবেন। এর আগে গত ১২ ফেব্রুয়ারি ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীন টেলিকম ট্রাস্টকে ৫০ কোটি টাকা জমা দিয়ে ২০১১ থেকে ২০১৩ কর বর্ষের আয়কর আপিল দায়ের করার নির্দেশ দেন হাইকোর্ট।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

বিদেশিদের কথায় বিএনপি আন্দোলন করে না: মঈন খান

বিদেশিদের কথায় বিএনপি আন্দোলন করে না বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। আজ সকালে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে মৎস্যজীবী দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এ কথা বলেন তিনি। মঈন খান বলেন বিএনপি বিদেশিদের উপর নির্ভর করলে আন্দোলন বাদ দিয়ে ঘরে ঘুমাতো। ক্ষমতা নয়; জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনার আন্দোলন করছেন তারা। মার্কিন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন পশ্চিমারা বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন চায়। তাদের নীতিমালা অনুযায়ী তারা করছে। বিএনপি জনগণের মুক্তির জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাবে।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

জয়পুরহাটে দিনমজুর নুরুল হক হত্যা মামলায় নয় জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

জয়পুরহাট সদরের ধারকী সোটাহার এলাকায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দিনমজুর নুরুল হক হত্যা মামলায় নয় জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাদেরকে খালাস দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার জয়পুরহাটের অতিরিক্ত দায়রা জজ ১ম আদালতের বিচারক নুরুল ইসলাম এই রায় দেন। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

রাজধানী বাড্ডার একটি বাসা থেকে বাবা ও ছেলের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ

রাজধানী বাড্ডার বেরাইদা এলাকায় একটি বাসা থেকে বাবা ও ছেলের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তারা হলেন গিয়াসউদ্দিন ও তার ছেলে রাকিব হোসেন। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা ছেলে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সেটা দেখে বাবার মৃত্যু হয়েছে হার্ট এটাকে। বুধবার রাত সাড়ে নয়টার পরে ঝুলন্ত অবস্থায় তাদের মরদহ উদ্ধার করে বাড্ডা থানা পুলিশ। বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইয়াসিন গাজী এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গিয়াসউদ্দিন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক ছিলেন। আর তার ছেলে রাকিব ছিলেন বিদ্যুতের মিস্ত্রি। বাবা ও ছেলে বেরাদিয়া জেলে পাড়ার একটি বাড়ির নিচ তলায় ভাড়া থাকতেন। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

আগামী সপ্তাহে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ

আগামী সপ্তাহে দেশের বিভিন্ন স্থানে ফের ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ। রাতের তাপমাত্রা কমলেও এরপর থেকে বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। গতকালের চেয়েও আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল তেতুলিয়া। ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টা থেকে আগামী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ-সহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। এছাড়া শুক্র ও শনিবার সারাদেশের তাপমাত্রা শুষ্ক থাকতে পারে। শুক্রবার সারাদেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। শনিবার সারাদেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

মানুষকে আপনজন হিসেবে বিবেচনা করে দায়িত্ব পালন করতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

পুলিশের উপর মানুষের আস্থা ফিরে এসেছে তাই সাধারণ মানুষকে আপনজন হিসেবে বিবেচনা করে দায়িত্ব পালন করতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে নিজ কার্যালয়ে বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তব্যে তিনি এই নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন আগামীতে যেন কেউ পুলিশের উপর আক্রমণ করতে না পারে এবং রাজনীতির নামে আইন নিজের হাতে তুলে মানুষের জানমালের ক্ষতি করতে না পারে সে বিষয়ে পুলিশকে অবিচল থাকতে হবে। নতুন নতুন মাত্রার অপরাধ মোকাবেলায় বিশেষ করে প্রযুক্তি নির্ভর অপরাধ দমনে পুলিশ বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন শেখ হাসিনা।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

বিএনপি দেশ ধ্বংসের মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নে তৎপর: ওবায়দুল কাদের

বিএনপি দেশ ধ্বংসের মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে তৎপর বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। আজ বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের এমন মন্তব্য করেন। তিনি বলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মুখে মানুষের জানমাল ও নিরাপত্তার কথা বলা ভূতের মুখে রাম নাম ছাড়া কিছু নয়। বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে কাউকে গ্রেফতার করে হয়রানির অভিযোগ ভিত্তিহীন। বিএনপি'র যে সকল সন্ত্রাসী ও ক্যাডাররা অগ্নিসন্ত্রাস ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ জনগণের উপর হামলার সাথে জড়িত তাদের গ্রেফতার করাটা কোনোভাবেই হয়রানিমূলক হতে পারে না। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

বিএনপি-জামায়াত ইসরাইলের দোসরে পরিণত হয়েছে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বিএনপি-জামায়াত ইসরাইলের দোসরে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাছান মাহমুদ। তিনি বলেছেন ফিলিস্তিনির চলমান গণহত্যার বিষয়ে এখন পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত একটি শব্দ উচ্চারণ করেনি। এতেই প্রমাণ হয় তারা ইসরাইলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন তিনি। এ সময় তিনি আরো বলেন, নির্বাচন বর্জন করে বিএনপির শীর্ষ নেতারা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

বিদ্যুতের নতুন দাম ফেব্রুয়ারি থেকেই কার্যকর হবে: নসরুল হামিদ

বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ জানিয়েছেন, বিদ্যুতের নতুন দাম ফেব্রুয়ারি থেকেই কার্যকর হবে। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে এ সংক্রান্ত এ তথ্য জানান প্রতিমন্ত্রী। তিনি আরো জানান আজকেই বিদ্যুৎ বিভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করবে। এছাড়া পেট্রোলিয়ামের ক্ষেত্রে প্রাইসিং ফর্মুলা মার্চ থেকে চালু হবে বলে জানান বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

আগামীকাল পহেলা মার্চ থেকে সয়াবিন তেলের নতুন দাম কার্যকর হবে

আগামীকাল পহেলা মার্চ থেকে কার্যকর হবে সয়াবিন তেলের নতুন দাম। এর ফলে আগামীকাল শুক্রবার থেকে খুচরা বাজারে প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল বিক্রি হবে ১৬৩ টাকায়। প্রতি লিটার লুজ সয়াবিন তেল বিক্রি হবে ১৪৯ টাকা। এছাড়া বোতলজাত ৫ লিটার সয়াবিন তেলের দাম পড়বে ৮০০ টাকা। ২০শে ফেব্রুয়ারি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠিত দ্রব্যমূল্য বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক টাস্ক কোর্সের সভায় সয়াবিন তেলের দাম কমানোর সিদ্ধান্তে সেদিনই বলা হয় পহেলা মার্চ থেকে সয়াবিন তেলের নতুন এই দর কার্যকর হবে।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৯.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

জাগো এফএম

প্রযুক্তিনির্ভর অপরাধ দমনেও পুলিশকে প্রস্তুত হতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

প্রযুক্তিনির্ভর অপরাধ দমনেও পুলিশকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, 'প্রযুক্তির উৎকর্ষের সঙ্গে নতুন নতুন অপরাধ দেখা দিচ্ছে। যথাযথভাবে সেগুলো দমনে পুলিশকে প্রস্তুত থাকতে হবে।' বৃহস্পতিবার, ২৯শে ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রযুক্তির উৎকর্ষতা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে অপরাধও কিন্তু ভিন্ন ভিন্নভাবে হচ্ছে। নতুন নতুন মাত্রায় অপরাধ দেখা দিচ্ছে। সেগুলো যথাযথভাবে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের পুলিশ বাহিনী যেন প্রস্তুত থাকে। এ বিষয়ে আমরা যথেষ্ট যত্নবান এবং নজর দিচ্ছি। কারণ ক্রাইমের সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে মোকাবিলা করার সিস্টেমটা যদি না চলে তাহলে কিন্তু যথাযথভাবে সেটা মোকাবিলা করা যায় না।' তিনি বলেন, 'যে-কোনো কর্মস্থলে নারী-পুরুষ-শিশু যারাই থাকুক তাদের আপনজন বিবেচনা করে তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করবেন, তাদের সেবা করবেন, এটাই সবাই চাই।' পুলিশকে জনগণের বন্ধু উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, 'আমাদের পুলিশ বাহিনী এখন মানুষের বন্ধু হিসেবে কাজ করছে। আজকাল মানুষ আগের মতো পুলিশকে ভয় পায় না, মানুষ এখন পুলিশের ওপর আস্থা ফিরে পেয়েছে।

সাধারণ মানুষ এখন পুলিশকে বন্ধু ভাবে, আস্থার জায়গা হিসেবে বিবেচনা করে।' শেখ হাসিনা বলেন, 'এই যে আগুন দেওয়া, পুলিশকে মারা, পুলিশকে আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়া, এই ঘটনাগুলোর মামলাগুলো কিন্তু যথাযথভাবে চলে না। আমি মনে করি যারা এ ধরনের ক্রাইম করে তাদের মামলা এবং সাজাটা যদি দ্রুত হয়ে যায় তাহলে ভবিষ্যতে আর কেউ এমন সাহস পাবে না।' তিনি বলেন, আগামীতে কেউ যেন আর এভাবে আক্রমণ করতে না পারে, 'কেউ যেন পুলিশের ওপর হামলা করতে না পারে, রাজনীতির নামে, সন্ত্রাসের নামে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে না পারে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটাতে না পারে, মানুষের জানমালের ক্ষতি করতে না পারে, জাতীয় সম্পদের ক্ষতি করতে না পারে, এসব ব্যাপারে পুলিশকে অবিচল থাকতে হবে। যখনই যেটা দরকার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।' দেশের অগ্রগতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একটানা পনের বছর ক্ষমতায় থেকে আজকে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশকে কেউ আর ওই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে না। বাংলাদেশ সারা বিশ্বে এখন নিজের একটা স্থান করে নিতে পেরেছে। এখন সবাই বাংলাদেশকে উন্নয়নের মডেল হিসেবে দেখে।' তিনি বলেন, 'এটাকে ধরে রেখে আমাদের সামনে এগোতে হবে। সেজন্য আমাদের যে-কোনো কাজ বা প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে শুরু করে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা থেকে শুরু করে যে-কোনো অপরাধ মোকাবিলা এবং সাজা নিশ্চিতে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এটা সবার কর্তব্য। কাজেই সেভাবে আপনারা সবাই কাজ করে যাবেন।' টানা চারবারের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একমাত্র আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর আমরা জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছি। কাজেই জনগণের শান্তি-শৃঙ্খলা, জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন এটাই আমাদের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাই। সে লক্ষ্য নিয়ে আমরা নির্বাচনে ইশতেহার ঘোষণা দেই এবং প্রতি মেয়াদে নির্বাচনে ইশতেহার বাস্তবায়নে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেই।' তিনি বলেন, 'যেহেতু ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে আমরা এ পর্যন্ত সরকারে আছি। একটা স্থিতিশীল পরিবেশ গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই আজকের বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ। আজকের বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে।' ফিলিস্তিনের ওপর ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'ফিলিস্তিনের ওপর যে হামলা এবং গণহত্যা চলছে বাংলাদেশ তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। আমি প্রতিটি জায়গায় এর প্রতিবাদ করেছি। যেভাবে ফিলিস্তিনি শিশু-নারীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার এবং গণহত্যা, শুধু তাই না তাদের খাদ্য, চিকিৎসা, হাসপাতাল সবকিছুর ওপর আক্রমণ করে, এমনকি যেখানে ত্রাণ বিতরণ করা হয় সেখানেও আক্রমণ করা হচ্ছে, এর থেকে জঘন্য মানবতা বিরোধী কাজ আর হতে পারে না। এর প্রভাবটা সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে পড়ছে। আমাদের ওপরেও সেই ধাক্কাটা আসছে। যদিও আমাদের চেষ্টা হচ্ছে কীভাবে আমরা এটা মোকাবিলা করব।'

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

দেশ ধ্বংসের মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নে তৎপর বিএনপি : ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'দেশ ধ্বংসের মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নে তৎপর বিএনপি। সূচনালগ্ন থেকেই বিএনপি অত্যাচার-নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়ে দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের পথ রুদ্ধ করে রাজনীতি করে আসছে। সুতরাং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মুখে গণতন্ত্র ও সুশাসনের কথা বেমানান।' বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বিবৃতির নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এ মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের। বিবৃতিতে কাদের বলেন, 'মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মুখে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলাটা ভূতের মুখে রাম নাম ছাড়া কিছু নয়। একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় নির্বিচারে বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের যারা হত্যা করেছিল, যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় জঙ্গিগোষ্ঠী ২০০৫ সালের ১৭ই আগস্ট সারাদেশে সিরিজ বোমা হামলা চালিয়েছিল, যারা দশ ট্রাক অস্ত্র আমদানি করেছিল, যারা অগ্নিসন্ত্রাস করে শত শত নিরীহ মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করেছে, সেই খুনিদের দল যখন জননিরাপত্তা নিয়ে কথা বলে তখন জনগণ আরো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।' তিনি বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে কাউকে গ্রেফতার করে হয়রানির অভিযোগ ভিত্তিহীন। বিএনপির যেসব ক্যাডার অগ্নিসন্ত্রাস এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও জনগণের ওপর হামলার সঙ্গে জড়িত তাদের গ্রেফতার করাটা কোনোভাবেই হয়রানিমূলক হতে পারে না। সন্ত্রাসীদের আইন ও বিচারের মুখোমুখি করা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য।' কাদের বলেন, 'এ কথা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও প্রমাণিত যে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশের মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের জনগণ যে-কোনো সময়ের তুলনায় স্বস্তিতে বসবাস করছে। যে-কোনো মূল্যে দেশের জনগণের শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য আমরা কাজ করে যাব।'

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

বিদ্যুতের দাম খুচরায় সাড়ে ৮, পাইকারিতে বাড়ছে ৫ শতাংশ : বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুতের দাম খুচরা পর্যায়ে ৮ দশমিক ৫০ শতাংশ ও পাইকারি পর্যায়ে ৫ দশমিক ৭৪ শতাংশ বাড়ছে। নতুন দাম ফেব্রুয়ারি থেকেই কার্যকর হবে। দাম বাড়িয়ে বৃহস্পতিবার, ২৯শে ফেব্রুয়ারি গেজেট জারি হবে বলে জানিয়েছেন

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বিদ্যুতে ভর্তুকিতে ডলারের তারতম্যটাই মূল বিষয়। গ্যাসের দামও উর্ধ্বমুখী। এবার বিদ্যুতের ভর্তুকি গিয়ে দাঁড়াবে ৪৩ হাজার কোটি টাকায়। সে কারণে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দাম সমন্বয়ে যেতে হবে। জ্বালানির দামের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। আমরা ধীরে ধীরে কয়েক বছর ধরে মূল্য সমন্বয়ে যাব।' নিচের দিকে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম ৩৪ পয়সা বাড়ছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'ওপরের দিকে ৭০ পয়সা বাড়বে। অর্থাৎ নিচের দিকে ৫ শতাংশ বাড়বে। ওপরের দিকে সাড়ে ৮ শতাংশের মতো। মাসের শেষে হয়তো ১০০ টাকায় ৫ থেকে ৮ টাকা বাড়তে পারে। আমাদের প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ প্রায় ১২ টাকা, ডলারের দামের তারতম্যের কারণে। ৭ থেকে ৮ টাকা ছিল এটা। আমরা গড়ে প্রতি ইউনিট বিক্রি করছি ৭ টাকায়। সমন্বয়টা উপরের দিকে বেশি করছি, নিচের দিকে কম করছি।' বিদ্যুতের দাম সমন্বয়ের কারণে প্রভাবের বিষয়ে তিনি বলেন, 'বিশেষজ্ঞদের কথায় মনে হচ্ছে অত বেশি পরিবর্তন ঘটবে না। খুব বেশি প্রভাব পড়বে না।' তিনি বলেন, 'ডায়নামিক প্রাইসে তেলের দাম নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। ১লা মার্চ থেকে সেটি কার্যকর করা শুরু হবে। আর বিদ্যুতের দাম যেটা বেড়েছে, সেটা ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর করা হবে।' প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা জ্বালানির দাম সমন্বয় করেছি বিদ্যুতে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো যে দামে গ্যাস নিতো, সেখানে আমরা ৭০ পয়সার মতো সমন্বয় করেছি। আর তেলের দামও ডায়নামিক প্রাইসে নির্ধারণ করা হয়েছে।' নসরুল হামিদ বলেন, কয়লা, তেল ও গ্যাসসহ জ্বালানি আমরা যে দামে কিনতাম সেখানে একটা ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। গত বছরে মারাত্মকভাবে এ পরিবর্তন এসেছে। যে কারণে ডলারের সঙ্গে জ্বালানির দাম সমন্বয় করার চিন্তাভাবনা করছিলাম। জ্বালানির ব্যাপারে একটা ডায়নামিক প্রাইসের দিকে যাচ্ছি। যেটা ১লা মার্চ থেকে শুরু হবে। কাল-পরশুর মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। ডায়নামিক প্রাইস বলতে, বিশ্বে যদি জ্বালানির দাম বাড়ে, তাহলে আমাদের দেশেও সেটার সঙ্গে সমন্বয় করে বাড়বে, বিশ্বে যদি কমে, আমাদের দেশেও কমবে। আর এটা প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে করা হবে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ প্রতিদিন এটা করে। যেমন, কলকাতার কথা যদি বলি, সেখানে এক লিটার ডিজেলের দাম ১৩৩ টাকা। আমাদের দেশে ডিজেলের দাম ১০৯ টাকা।' প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এভাবে গ্যাসের দামও ডলারের সঙ্গে সমন্বয় করতে হচ্ছে আমাদের। গ্যাস আমদানি সহনীয় পর্যায়ে। আমরা গ্যাসের সঙ্গে যদি মিক্সড করি তাহলে ২৪ টাকার ওপরে পড়ে যায়। এ গ্যাস সরকারকে দিচ্ছি ১৬ টাকা রেটে, বিদ্যুতকে দিচ্ছি ১৪ টাকা রেটে। যে কারণে গ্যাসের দাম ১৪ টাকা ৭০ পয়সা করা হয়েছে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

বাজার থেকে ৪২৪ কোটি ৫৪ লাখ ৩৫ হাজার টাকার তেল, ডাল ও গম কিনছে সরকার

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ৪২৪ কোটি ৫৪ লাখ ৩৫ হাজার টাকার তেল, ডাল ও গম কিনছে সরকার। এর মধ্যে ১৭৪ কোটি ৬৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা দিয়ে সয়াবিন তেল কেনা হচ্ছে। আর ৮৩ কোটি ১২ লাখ টাকার মসুর ডাল এবং ১৬৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকার গম কেনা হবে। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এই তেল, ডাল ও গম কেনার অনুমোদন দিয়েছে। বৃহস্পতিবার, ২৯শে মার্চ অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় এই অনুমোদন দেওয়া হয়। সভা শেষে সভার সিদ্ধান্ত জানান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সাঈদ মাহবুব খান। তিনি জানান, 'খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠান এম এস এগ্রো কট ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড থেকে ৫০ হাজার মেট্রিক টন গম কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই গম কিনতে মোট ব্যয় হবে ১৬৬ কোটি ৭৫ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। প্রতি মেট্রিক টন গমের মূল্য পড়বে ৩০৩ দশমিক ১৬ ডলার। আগের ক্রয় মূল্য ছিল ৩১৫ দশমিক ২৯ ডলার। এদিকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, টিসিবির জন্য স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ৮ হাজার মেট্রিক টন মসুর ডাল কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। রাজশাহীর নাবিল নবা ফুডস লিমিটেড থেকে এই মসুর ডাল কিনতে মোট খরচ হবে ৮৩ কোটি ১২ লাখ টাকা। প্রতি কেজি মসুর ডালের দাম পড়বে ১০৩ টাকা ৯০ পয়সা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আরেক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে এক কোটি ১০ লাখ লিটার সয়াবিন তেল কেনার অনুমোন দেওয়া হয়েছে। সিটি এডিবল অয়েল লিমিটেড থেকে এই তেল কিনতে মোট ব্যয় হবে ১৭৪ কোটি ৬৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা। আর প্রতি লিটারের জন্য খরচ হবে ১৫৮ টাকা ৭৯ পয়সা। আগের ক্রয় মূল্য ছিল ১৬৫ টাকা ২৫ পয়সা।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

ওষুধ শিল্প চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে ২০২৬ সাল থেকে

দেশের ওষুধ শিল্পের চ্যালেঞ্জ শুরু হবে ২০২৬ সাল থেকে। কারণ ওই সময় উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণ হবে বাংলাদেশ। তখন থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রাপ্তিতে ঘাটতি-সহ দাম বেড়ে যাবে। এজন্য এখনই সরকারকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। বৃহস্পতিবার, ২৯শে ফেব্রুয়ারি এশিয়া ফার্মা এক্সপো ও এশিয়া ল্যাব এক্সপোর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির নেতারা। তারা বলেন, বর্তমানে দেশের চাহিদার ৯৮ শতাংশ পূরণ করছে দেশীয় ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির উৎপাদিত ওষুধ। যার বাজার মূল্য প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার। ২০২৫ সালের মধ্যে

এটিকে সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলারে নেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। ওষুধ শিল্পের চ্যালেঞ্জের বিষয়ে সমিতির নেতারা বলেন, ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণ হবে বাংলাদেশ। তখন থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রাপ্তিতে ঘাটতি-সহ দাম বেড়ে যাবে। তাই এখন থেকেই সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। দামের বিষয়ে ওষুধ শিল্প সমিতি জানায়, ওষুধের দাম বাড়ানো হয়নি, তবে বেশ কিছু ওষুধের দামে সমন্বয় করা হয়েছে। ওষুধ শিল্প সমিতির সভাপতি ও ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের চেয়ারম্যান আব্দুল মুক্তাদির জানান, 'চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।' এসময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেন, '২০২৬ সাল থেকে দেশের ওষুধ শিল্প চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে, এ বিষয়টি তার কাছে অজানা ছিল। সবার সঙ্গে কথা বলে ওষুধের দাম সহজলভ্য করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী নাজমুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান এ এইচ এম আহসান, ওষুধ প্রশাসন অধিদফতরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ ইউসুফ। সমাপনি বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির মহাসচিব এস এম শফিউজ্জামান। এশিয়া ফার্মা এক্সপো ও এশিয়া ল্যাব এক্সপো চলবে ২রা মার্চ পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এক্সপো খোলা থাকবে। এবারের আয়োজনে আমেরিকা, চীন, ইংল্যান্ড, জার্মানি, মালয়েশিয়া, ভারত, থাইল্যান্ড, ইতালি, জাপান, সুইজারল্যান্ড, তাইওয়ান, আয়ারল্যান্ড ও বাংলাদেশসহ পৃথিবীর মোট ৩৬টি দেশের ৭৫১টি কোম্পানি অংশগ্রহণ করেছে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

মেডিকেল ডিভাইস দেশে তৈরি হলে চিকিৎসা সহজ হবে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদনের দিকে নজর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। তিনি বলেন, 'মেডিকেল ডিভাইস আমাদের দেশে সেভাবে তৈরি হয় না। দেশের বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হয়। এতে অনেক খরচ গুনতে হয়। যদি দেশেই তৈরি করা যায় তাহলে দেশেই চিকিৎসা সহজলভ্য হবে।' বিভিন্ন কোম্পানিকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান তিনি। বৃহস্পতিবার, ২৯শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে এশিয়া এক্সপো-২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। স্বাস্থ্যখাতের উন্নতির জন্য সবার সহযোগিতা চেয়ে মন্ত্রী বলেন, 'আমি চাই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সুন্দর করতে। তাই ওষুধের দাম যদি সহজলভ্য করা যায় তাহলে আমরা সাধারণ রোগীদের জন্য ভালো কিছু করতে পারব।' ডা. সামন্ত লাল বলেন, ওষুধের দাম কমানো বা বাড়ানোর ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে পরে এ বিষয়ে জানানো হবে।' অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির সভাপতি এবং যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন বলেন, 'যে ওষুধের কোয়ালিটি ভালো না সেটা আসলে ওষুধই না। মানের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে আগে। দেশে ওষুধ শিল্পের সক্ষমতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও পাঠানো হচ্ছে। করোনার সময়ও পাঠিয়েছি। এখন আমাদের কোয়ালিটির ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে।' সরকারকে সবসময় স্বাস্থ্যখাত নিয়ে সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে জানিয়ে তিনি বলেন, 'স্বাস্থ্য খাতে একসঙ্গে কাজ না করলে বিপদ হতে পারে। অন্যদিকে ওষুধের উৎপাদন খরচ যেভাবে বেড়েছে সেভাবে আমরা ওষুধের দাম বাড়াইনি। তবে যেসব জায়গায় ওষুধের দাম অ্যাডজাস্ট করতে হবে সেসব জায়গায় অ্যাডজাস্ট করা হবে।' পাপন আরো বলেন, 'এ ধরনের এক্সপো আমাদের দেশিয় কোম্পানিগুলোর অভিজ্ঞতা বাড়াবে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

বিএনপি-জামায়াত নীরবে ইসরায়েলি গণহত্যার পক্ষ নিয়েছে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের বিষয়ে নীরব ভূমিকায় থেকে বিএনপি-জামায়াত গণহত্যার পক্ষ নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেছেন, 'আজ পর্যন্ত গাজায় ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিএনপি-জামায়াত একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। তারা চুপ থেকে এই গণহত্যার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।' বৃহস্পতিবার, ২৯শে ফেব্রুয়ারি দুপুরে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের সামনে ফিলিস্তিনে নারী ও শিশুহত্যা বন্ধের দাবিতে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সমাবেশ ও মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ মন্তব্য করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'গাজায় প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে যার বেশিরভাগ নারী ও শিশু। সেখানে হাসপাতালে হামলা করা হচ্ছে, অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে, হাসপাতালের বিদ্যুৎ লাইন ধ্বংস করা হয়েছে যার কারণে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। ত্রাণের অপেক্ষায় থাকা মানুষের ওপরও হামলা করা হয়েছে। একবিংশ শতাব্দিতে এটি ভাবা যায় না। তবুও বিশ্বমোড়লরা নির্বাক। আরব বিশ্বের যে ভূমিকা রাখার দরকার ছিল সাধারণ মানুষের ধারণা তারা সেখানে সে ভূমিকা রাখেনি।' দেশে রাজনীতির প্রসঙ্গ টেনে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'বিএনপি-জামায়াত ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে তো কিছু বলেইনি বরং ইসরায়েলি বাহিনীর অনুকরণে তারা দেশে সহিংসতা ঘটিয়েছে, পুলিশ হাসপাতালে হামলা করেছে। তারা ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, ইসরায়েলের দোসরে পরিণত হয়েছে। জামায়াত নাকি ইসলাম কায়েম করতে চায় অথচ তারা এখন পর্যন্ত একটি শব্দ বলল না কেন? তারা চেহারা দেখায় কী করে? তারা নীরবে ইসরায়েলের পক্ষে হাত বাড়িয়েছে।' তিনি বলেন, 'বিএনপি-জামায়াত ভেবেছিল নির্বাচনের পর বিশ্ব শেখ হাসিনার সরকারকে স্বীকৃতি দেয় কি না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ৭৮টি

দেশ ও জাতিসংঘসহ ৩২টি সংস্থা অভিনন্দন জানানোর পরে এখন তাদের আর কোনো কথা নেই। এখন নিজেরা নিজেদের প্রশ্ন করে- `ভাই কী হলো?, বিএনপি নেতারা এখন চ্যালেঞ্জের মুখে, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান চ্যালেঞ্জের মুখে। কর্মীরা এখন তাদের নেতাদের বলে, `আপনারা নেতৃত্ব দেওয়ার অযোগ্য,। শেখ হাসিনার বর্তমান সরকার অতীতের যে কোনো সরকারের চেয়ে বেশি শক্তিশালী উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'শুধু দেশের উন্নয়নেই নয় বঙ্গবন্ধুকন্যা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায়ও ভূমিকা রেখেছেন। ৪ঠা ও ৫ই মার্চ আমি ওআইসির সম্মেলনে যোগ দেব। প্রধানমন্ত্রী আমাকে ওআইসির সম্মেলনে গিয়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরতে বলেছেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি যিনি নিজে আগ্রহ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, তাকেও প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধ বন্ধ করতে বলেছেন।' বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সহ-সভাপতি ডা. অরূপ রতন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানার উপস্থাপনায় আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির সদস্য বলরাম পোদ্দার, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম মুরাদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একুশে পদকপ্রাপ্ত শিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষাল, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের অন্য সহ-সভাপতি রেদওয়ান খন্দকার, সাংগঠনিক সম্পাদক সুজন হালদার, প্রচার সম্পাদক মীজানুর রহমান, ডিইউজে-এর সহ-সভাপতি মানিক লাল ঘোষ প্রমুখ সমাবেশ ও মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

হাসপাতালগুলোর শয্যা বৃদ্ধি ও চিকিৎসক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে ও চিকিৎসা সেবা আরো উন্নত করার লক্ষ্যে সরকারি হাসপাতালগুলোর শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শুন্য পদে চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। বৃহস্পতিবার, ২৯শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের অধিবেশনে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমানের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ তথ্য জানান। ডা. সামন্ত লাল সেন বলেন, 'দেশের নিম্ন আয়ের জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে ও চিকিৎসা সেবা আরো উন্নত করার লক্ষ্যে দেশের সরকারি হাসপাতালসমূহের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া, শূন্য পদে চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চিকিৎসার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ, বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ-ব্যাধির আধুনিক চিকিৎসা ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালসমূহে বিনামূল্যে ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

১২ মামলায় বিএনপি নেতা ইশরাকের জামিন

২৮শে অক্টোবরের মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে নাশকতার অভিযোগে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় দায়ের করা পৃথক ১২ মামলায় জামিন পেয়েছেন ঢাকার সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার ছেলে বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন। হাইকোর্টে এসব মামলায় ছয় সপ্তাহের আগাম জামিন পেয়েছেন ইশরাক হোসেন। এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার, ২৯শে ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টের বিচারপতি মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কাজী ইবাদত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে জামিন আবেদনের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন। তার সঙ্গে ছিলেন ব্যারিস্টার এ কে এম এহসানুর রহমান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সাইফুদ্দিন খালেদ। আইনজীবী এহসানুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, '২৮শে অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে পল্টন থানায় ৬টি, মতিঝিল থানায় ২টি ও ওয়ারী থানায় করা ১টি মামলায় ইশরাক হোসেনকে ছয় সপ্তাহের জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। এরমধ্যে তাকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

শুক্রবার থেকে কমছে সয়াবিন তেলের দাম

সয়াবিন তেলের নতুন দাম শুক্রবার, ১লা মার্চ থেকে কার্যকর হবে। এর ফলে এদিন থেকে খুচরা পর্যায়ে প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল ১৬৩ টাকায় বিক্রি হওয়ার কথা রয়েছে। আর প্রতি লিটার লুজ সয়াবিন তেল বিক্রি হবে ১৪৯ টাকায়। এছাড়া বোতলজাত ৫ লিটার সয়াবিন তেলের দাম পড়বে ৮০০ টাকা। ২০শে ফেব্রুয়ারি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। ওইদিন বলা হয় ১লা মার্চ থেকে সয়াবিন তেলের নতুন দাম কার্যকর হবে। এর আগে ২৯শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দেওয়ার পর ৮ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এনবিআর আলাদা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ভোজ্যতেল-সহ আরো তিন পণ্যের আমদানিতে শুল্ক-কর কমানোর ঘোষণা দেয়। এতে স্থানীয় পর্যায়ে পরিশোধিত সয়াবিন ও পাম তেলের উৎপাদন এবং ব্যবসা পর্যায়ে ভ্যাট পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হয়। এতে শুল্ক-কর ছাড়ে এখন পর্যন্ত খুচরা পর্যায়ে কেজিতে ৫ টাকা কমেছে সয়াবিন তেলের দাম। যদিও এ সময়ের ব্যবধানে আমদানি ব্যয় কমার পাশাপাশি বিশ্ববাজারে ভোজ্যতেলের দাম বেশ কমেছে। যে কারণে কোম্পানিগুলো জানিয়েছে, মার্চের শুরু থেকে বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম প্রতি লিটারে ১০ টাকা কমানো হচ্ছে। ওই সময় খোলা তেলের দাম আরো কিছুটা কমবে। টিসিবি বলছে, বাজারে এখন প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন

তেল ১৫০ থেকে ১৫৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। যা গত সপ্তাহের থেকে ৫ টাকা কম। এছাড়া বোতলজাত তেল বিক্রি হচ্ছে কোম্পানিভেদে ১৬৫ থেকে ১৭২ টাকা। তবে বাজারে পাম তেলের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। প্রতি কেজি পাম তেল ১২৫ থেকে ১৩০ টাকা ও পাম সুপার ১৩০ থেকে ১৩৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

দেশে করোনায় একজনের মৃত্যু, শনাক্ত ৫৭

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৭ জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ৪৮ হাজার ৪৬৪ জনে। এ সময়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২৯ হাজার ৪৯০ জনে দাঁড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার, ২৯শে ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো করোনা বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৪৫ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৫ হাজার ৪৫৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় পরীক্ষা করা হয় ৬৩৯ জনের নমুনা। পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার ৮ দশমিক ৯২ শতাংশ। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের হার ১৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২৯.০২.২০২৪ প্রতীক)

বেইলি রোডে আগুনে হতাহতের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর শোক

ঢাকার বেইলি রোডে গ্রিন কজি কটেজ ভবনে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুক্রবার (১ মার্চ) সকালে এক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণকারীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান। বার্তায় আরও জানানো হয়, আহতদের দ্রুত চিকিৎসা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিক নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাছাড়া আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বৃহস্পতিবার (২৯ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯টা ৫০ মিনিটে বেইলি রোডের কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্ট ভবনে আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে। মাত্র দুই ঘণ্টায় আগুন লেগে প্রাণ গেছে ৪৩ জনের। দগ্ধ এবং আহত অনেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে কারও কারও অবস্থা আশঙ্কাজনক।(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪)

BBC

MORE THAN 30,000 KILLED IN GAZA, HAMAS-RUN HEALTH MINISTRY SAYS

More than 30,000 Palestinians have now been killed in Gaza since 7 October, the Hamas-run health ministry says. That number equates to about 1.3% of the 2.3 million population of the territory - the latest grim marker of the awful toll of this war. The ministry says that the majority of those killed were women and children. Its figures do not differentiate between civilians and fighters when identifying those killed. In its daily update on Thursday, the ministry said 81 people had been killed in the last 24 hours, bringing the total to 30,035. (BBC Web Page: 29/02/24, FARUK)

BIDEN AND TRUMP HEAD TO BORDER FOR HIGH-STAKES DUEL

Joe Biden and Donald Trump will both travel to the US-Mexico border on Thursday, locked in a high-stakes political duel on an issue that could ultimately decide the US presidential election. That border was crossed last year by 2.5 million undocumented migrants, an influx that has overwhelmed processing facilities and pushed social services in major American cities to the brink. November's general election is expected to be a Biden-Trump rematch, although the two candidates have not secured their respective parties' nomination quite yet. (BBC Web Page: 29/02/24, FARUK)

INDIA VILLAGE IN THE EYE OF A POLITICAL STORM

Since January, a small Indian island near the Bangladesh border has been in the spotlight after a political storm broke out over allegations of corruption and sexual assault against a local leader. After almost two months of being on the run, Shahjahan Sheikh was arrested on Thursday morning. Until the controversy, millions of Indians had never heard of Sandeshkhali in West Bengal state. Now, the village is regularly in the headlines as national political leaders make a beeline to it. Locals in Sandeshkhali have accused Mr Sheikh, a member of the state's Trinamool Congress party (TMC), and other local politicians of illegally seizing their lands and sexually assaulting several women in the area.
(BBC Web Page: 29/02/24, FARUK)

S KOREA DOCTORS FACE ARREST IF THEY DO NOT END STRIKE

South Korea's government is threatening to take legal action against thousands of striking junior doctors and revoke their medical licences if they do not return to work on Thursday. Around three quarters of the country's junior doctors have walked out of their jobs over the

past week, causing disruption and delays to surgeries at major teaching hospitals. The trainee doctors are protesting government plans to admit drastically more medical students to university each year, to increase the number of doctors in the system. South Korea has one of the lowest doctor-to- patient ratios among developed countries, and with a rapidly again population, the government is warning there will be an acute shortage within a decade. (BBC Web Page: 29/02/24, FARUK)

FRENCH SENATE BACKS CONSTITUTIONAL RIGHT TO ABORTION

France's upper house of parliament, the Senate, has voted overwhelmingly to enshrine women's right to abortion in the constitution. The proposal, approved earlier by the lower house, the National Assembly, was backed by 267 votes to 50 on Wednesday. Abortion has been legal in France since 1974 but pressure has grown to further cement it in law. There is concern that the right to termination is being eroded in ally nations like the US and Poland. (BBC Web Page: 29/02/24, FARUK)

CUBA ASKS UN FOR HELP AS FOOD SHORTAGES WORSEN

Cuba's government has for the first time asked the UN's food programme for help as food shortages on the Communist-run Island worsen. The World Food Programme (WFP) said it had received an unprecedented office request from the Cuban government for help providing powdered milk to children under seven years of age. The request is a sign of the seriousness of Cuba's economic crisis. As well as a shortage of milk, fuel and medicines are also running low. The WFP confirmed to Spanish news agency Efe that it been approached by the Cuban government to continue the monthly delivery of 1kg of milk for girls and boys under the age of seven throughout the country. (BBC Web Page: 29/02/24, FARUK)

OPPOSITION LEADER KILLED IN CHAD SHOOTOUT

An opposition leader in Chad has been killed during a shootout with security forces, officials say. Yaya Dillo's death comes after the government blamed him for a deadly attack on the country's security agency. He denied the accusation. On Wednesday, heavy gunfire was heard near his party's headquarters in the capital N'Djamena. Mr Dillo is a vocal opponent of his cousin, President Mahamat Deby, who has been in power since 2021. Mr Deby succeeded his father who was killed by rebels after three decades in power.
(BBC Web Page: 29/02/24, FARUK)

MORE THAN 100 REPORTED KILLED AS CROWD WAITS FOR GAZA AID

More than 100 Palestinians are reported to have been killed while waiting for aid to be delivered in northern Gaza. The Hamas-run health ministry blamed Israeli forces, and Palestinian media cited medical sources saying Israeli troops fired at the crowd. An Israeli military source said troops opened fire as they believed soldiers were endangered. An Israeli Defence Forces (IDF) statement also said dozens were killed being trampled and run over by trucks. (BBC Web Page: 29/02/24, FARUK)

:: The End ::